[২০১৬] ৬ এস.সি.আর. ১০০১

অমিত লালচাঁদ শাহ এবং অন্যান্যরা

বনাম

ঋষভ উদ্যোগ এবং আরেকজন

(২০১৮ সালের দেওয়ানি আপিল নং ৪৬৯০)

মে ৩, ২০১৮

[রঞ্জন গোগোই এবং আর. বানুমাথি, বিচারপতিদ্বয়]

সালিশ ও সমঝোতা আইন, ১৯৯৬-ধারা ৮ এবং ৪৫-প্রথম উত্তরদাতা একটি ফটোভোলটাইক সৌর প্ল্যান্ট চালু করার বিষয়ে চারটি চুক্তি করেছিলেন-০১.০২.২০১২ তারিখের দুটি চুক্তি এম/এস 'জেআই'-এর সাথে ছিল; ৫.০৩.২০১২ তারিখের একটি চুক্তি আপিলকারী নং ২ এর সাথে এবং ১৪.০৩.২০১২ তারিখের আরেকটি চুক্তি আপিলকারী নং ৩ এর সাথে - ৫.০৩.২০১২ তারিখের চুক্তি ব্যতীত সকল চুক্তিতে সালিশের ধারা ছিল - পক্ষগুলির মধ্যে বিরোধ দেখা দেয় - প্রথম বিবাদী অভিযোগ করেন যে আপিলকারী নং ৩ ভাড়া পরিশোধে ব্যর্থ হন এবং আপিলকারী নং ২ প্রথম বিবাদীকে বিপুল পরিমাণ বিনিয়োগ করে ফটোভোলটাইক পণ্য কিনতে প্ররোচিত করে জালিয়াতি করেন - আপিলকারীরা চারটি চুক্তির ধারা ৮ এর অধীনে সালিশের প্রসঙ্গ চেয়েছিলেন কারণ তারা আন্তঃসংযুক্ত ছিল - হাইকোর্টের একক বিচারক ধারা ৮ এর অধীনে আবেদন খারিজ করে দেন এবং বলেন যে ১৪.০৩.২০১২ তারিখের চুক্তিকে মা/প্রধান চুক্তি এবং অন্যান্য চুক্তিগুলিকে আনুষঙ্গিক চুক্তি হিসাবে বিবেচনা করা যাবে না এবং আরও বলেন যে আপিলকারীদের বিরুদ্ধে ফৌজদারি অভিযোগ থাকায় তাদের সালিশের জন্য পাঠানো যাবে না - হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চ বলেন যে ০৫.০৩.২০১২ তারিখের মূল চুক্তিতে কোনও সালিশ ছিল না ধারা, তাই বিষয়টি সালিশে পাঠানো যাবে না - আপিলের ক্ষেত্রে, রায় দেওয়া হয়েছে: চারটি চুক্তিই পরস্পর সংযুক্ত ছিল - এটি এমন একটি মামলা ছিল যেখানে বেশ কয়েকটি চুক্তি/চুক্তির মাধ্যমে সম্পাদিত একটি বাণিজ্যিক প্রকল্পে বেশ কয়েকটি পক্ষ জড়িত ছিল - এই ক্ষেত্রে, সমস্ত পক্ষ ১৪.০৩.২০১২ তারিখের মূল চুক্তিতে সালিশ ধারার আওতায় আসতে পারে - জালিয়াতির অভিযোগের ক্ষেত্রে, কেবল যেখানে জালিয়াতির গুরুতর প্রশ্ন জড়িত, সেখানেই সালিশ প্রত্যাখ্যান করা যেতে পারে - তাৎক্ষণিক ক্ষেত্রে, অভিযোগগুলিকে এত গুরুতর বলা যাবে না যে পক্ষগুলিকে সালিশে পাঠাতে অস্বীকার করা উচিত - নিযুক্ত সালিশকারী জালিয়াতি সম্পর্কিত অভিযোগগুলি পরীক্ষা করতে পারেন - চারটি চুক্তি এবং তার উপর সালিশে উল্লেখ করা পক্ষগুলি।

আপিলের অনুমতি, আদালত

স্থির করেঃ ১. বর্তমানের মতো ক্ষেত্রে, যদিও বিভিন্ন পক্ষের সাথে বিভিন্ন চুক্তি রয়েছে, এটি একটি একক বাণিজ্যিক প্রকল্প যার অর্থ হল একটি ২ এমডাবলুপি ফটোভোল্টিক সৌর বিদ্যুৎ কেন্দ্র পরিচালনা করা। সৌর বিদ্যুৎ কেন্দ্রের কমিশনিং, যা পক্ষগুলির মধ্যে বাণিজ্যিক সমঝোতা এবং এটি বেশ কয়েকটি চুক্তির মাধ্যমে কার্যকর করা হয়েছে। চুক্তি - সৌর বিদ্যুৎ কেন্দ্রের কমিশনিংয়ের জন্য সরঞ্জাম ইজারা চুক্তি (১৪.০৩.২০১২) হল মূল/প্রধান চুক্তি। 'জেআই'-এর সাথে প্রথম উত্তরদাতার দুটি চুক্তি (i) সরঞ্জাম এবং উপাদান সরবরাহ চুক্তি (০১.০২.২০১২); এবং (ii) ইঞ্জিনিয়ারিং, স্থাপন এবং কমিশনিং চুক্তি (০১.০২.২০১২) এবং আপিলকারী নং ২ (০৫.০৩.২০১২) এর সাথে প্রথম উত্তরদাতার বিক্রয় ও ক্রয় চুক্তি হল আনুষঙ্গিক চুক্তি যা আপিলকারী নং ৩ (ইজারাদার) দ্বারা ফটোভোল্টিক সৌর বিদ্যুৎ কেন্দ্র চালু করার মূল উদ্দেশ্যকে পরিচালিত করে। যদিও প্রথম বিবাদী এবং আপিলকারী নং ২ এর মধ্যে বিক্রয় ও ক্রয় চুক্তিতে (০৫.০৩.২০১২) সালিশের ধারা নেই, এটি আপিলকারী নং ৩ এর সৌর বিদ্যুৎ কেন্দ্র চালু করার সাথে অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত। যদিও 'জেআই' মামলার কোনও পক্ষ নয় এবং যদিও আপিলকারী নং ২ এবং আপিলকারী নং ১ মূল চুক্তি যেমন সরঞ্জাম ইজারা চুক্তি (১৪.০৩.২০১২) এর স্বাক্ষরকারী নয়, এটি একটি বাণিজ্যিক লেনদেন যা ফটোভোলটাইক সৌর বিদ্যুৎ কেন্দ্র চালু করার সাথে অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত। উল্লেখ্য, অনুচ্ছেদ ৪ এর প্রকরণ (v) অনুসারে, পক্ষগুলি সম্মত হয়েছে যে সম্পূর্ণ ঝুঁকি, সরবরাহ এবং স্থাপনের খরচ প্রথম বিবাদীর (ইজারাদাতা) খরচে হবে। পক্ষগুলির তথ্য এবং উদ্দেশ্য থেকে যা স্পষ্ট তা হল দান্তে এনার্জিকে সরঞ্জাম সংগ্রহ, সরঞ্জাম বিক্রয় এবং ক্রয়, স্থাপন এবং সরঞ্জাম ইজারা দেওয়া সহজতর করা। বিভিন্ন চুক্তির পক্ষগুলির মধ্যে বিরোধ কেবলমাত্র চারটি চুক্তি এবং তার উপর ভিত্তি করে পক্ষগুলিকে সালিশের কাছে প্রেরণের মাধ্যমে সমাধান করা যেতে পারে। [অনুচ্ছেদ ২১][১০১৯-ই-এইচ; ১০২০-এ-সি]

২. চারটি চুক্তিই আন্তঃসংযুক্ত। এটি এমন একটি ক্ষেত্রে যেখানে একাধিক পক্ষ একাধিক চুক্তি/চুক্তির মাধ্যমে সম্পাদিত একটি একক বাণিজ্যিক প্রকল্পে (ডোংরিতে সৌর বিদ্যুৎ কেন্দ্র) জড়িত থাকে। এই ক্ষেত্রে, সমস্ত পক্ষ মূল চুক্তির অর্থাৎ সরঞ্জাম ইজারা চুক্তি (১৪.০৩.২০১২) সালিশ ধারার আওতায় আসতে পারে। [অনুচ্ছেদ ২২][১০২০-ডি-ই]

৩. বর্তমান ক্ষেত্রে, উভয় পক্ষই সচেতনভাবে ফটোভোলটাইক সৌরবিদ্যুৎ কেন্দ্র চালু করার জন্য বাণিজ্যিক লেনদেন নিয়ে এগিয়ে গেছে। প্রথম উত্তরদাতা যন্ত্রপাতি সংগ্রহ করতে এগিয়ে গেছে, ইঞ্জিনিয়ারিং, স্থাপন এবং কমিশনিংয়ের জন্য 'জেআই'-এর সাথে চুক্তি করেছে এবং আবেদনকারী নম্বর ২-এর সাথে বিক্রয় ও ক্রয় চুক্তি, সৌরবিদ্যুৎ কেন্দ্র চালু করার জন্য বাণিজ্যিক বোঝাপড়ায় নেওয়া সমস্ত সচেতন পদক্ষেপ ছিল। যদিও 'জেআই' এবং আপিলকারী নম্বর ২ মূল চুক্তি-সরঞ্জাম ইজারা চুক্তির (১৪.০৩.২০১২) পক্ষ নয়, সমস্ত চুক্তি/চুক্তিতে মূল চুক্তির উল্লেখ করে ধারাগুলি রয়েছে। আদালতে কেবলমাত্র "ব্যবসায়িক কার্যকারিতার অনুভূতি" দিয়ে বাণিজ্যিক বোঝাপড়া প্রদান করা আদালতের কর্তব্য। অভিযোগপত্রে জালিয়াতির অভিযোগের ভিত্তিতে পক্ষগুলিকে রেফার করতে অস্বীকার করার ক্ষেত্রে হাইকোর্ট সঠিক ছিল না। [অনুচ্ছেদ ৩৩] [১০২৬-বি-ডি]

৪. জালিয়াতির গুরুতর প্রশ্ন জড়িত থাকলেই সালিশ প্রত্যাখ্যান করা যেতে পারে। এই মামলায়, আবেদনকারীদের যুক্তি অনুসারে জালিয়াতির কোনও গুরুতর অভিযোগ ছিল না; আবেদনকারী নং ২-এর বিরুদ্ধে যে অভিযোগ আনা হয়েছে তা হল আবেদনকারী নং ১-কে সরঞ্জাম কেনার জন্য উত্তরদাতাদের বেশি মূল্য দিতে প্ররোচিত করে ভুলভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে। দিল্লির অর্থনৈতিক অপরাধ শাখায় এফআইআর-এ আবেদনকারীদের বিরুদ্ধে ফৌজদারি মামলা দায়ের করা হয়েছে। আবেদনকারী নং ১ উক্ত এফআইআর বাতিল করার জন্য দিল্লি হাইকোর্টে ফৌজদারি রিট আবেদন দায়ের করেছেন। উক্ত রিট আবেদনটি বিচারাধীন বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এটা বলার জন্য যথেষ্ট যে অভিযোগগুলি এত গুরুতর বলে বলা যায় না যে পক্ষগুলিকে সালিশের কাছে পাঠাতে অস্বীকার করা যায়। যে কোনও ক্ষেত্রে, নিযুক্ত সালিসকারী জালিয়াতি সম্পর্কিত অভিযোগগুলি খুব ভালভাবে পরীক্ষা করতে পারেন। [অনুচ্ছেদ ৩৪] [১০২৬-ই-জি]

৫. প্রধান চুক্তি-সৌর প্ল্যান্টের ইজারা এবং চালু করার জন্য সরঞ্জাম ইজারা চুক্তিতে (১৪.০৩.২০১২) সালিশ ধারা (ধারা ২৯) রয়েছে। অন্যান্য তিনটি চুক্তি - প্রথম বিবাদী এবং 'জেআই'-এর মধ্যে দুটি চুক্তি (০১.০২.২০১২) এবং প্রথম বিবাদী এবং আপিলকারী নং ২-এর মধ্যে বিক্রয় ও ক্রয় চুক্তি (০৫.০৩.২০১২) সৌর প্রকল্প চালু করার বাণিজ্যিক বোঝাপড়ার সাথে অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত এবং পক্ষগুলির মধ্যে বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য, সেগুলিকে সালিশের কাছে পাঠানো হবে।

হাইকোর্টের পক্ষগুলিকে সালিশের জন্য পাঠাতে অস্বীকার করার আদেশটি বাতিল করা যাবে না। চারটি চুক্তি যথাঃ-(i) প্রথম উত্তরদাতা এবং 'জেভি'-র মধ্যে সরঞ্জাম এবং উপাদান সরবরাহ চুক্তি (০১.০২.২০১২); (ii) প্রথম উত্তরদাতা এবং 'জেআই'-এর মধ্যে প্রকৌশল, স্থাপন এবং কমিশনিং চুক্তি (০১.০২.২০১২); (ii) প্রথম উত্তরদাতা এবং আপিলকারী নং ২-এর মধ্যে বিক্রয় ও ক্রয় চুক্তি (০৫.০৩.২০১২); এবং (iv) উত্তরদাতা এবং আপিলকারী নং ৩-এর মধ্যে সরঞ্জাম ইজারা চুক্তি (১৪.০৩.২০১২) এবং এর পক্ষগুলিকে সালিশের জন্য উল্লেখ করা হয়েছে। [অনুচ্ছেদ ৩৫][১০২৬-জি-এইচ; ১০২৭-এ-সি]

৬. সরঞ্জাম ইজারা চুক্তির (১৪.০৩.২০১২) শর্তাবলী অনুসারে, আবেদনকারী নং ৩-কে মার্চ, ২০১২ মাসের জন্য ১৩,৬৭,৫০০/- টাকার ইজারা ভাড়া দিতে হবে এবং এপ্রিল, ২০১২ থেকে কার্যকরভাবে পনের বছরের জন্য প্রতি মাসে ২৮,২৬,০০০/- টাকার ইজারা ভাড়া দিতে হবে। উত্তরদাতারা জমা দিয়েছেন যে আবেদনকারী নং ৩ সরঞ্জাম ইজারা চুক্তির শর্তাবলী অনুসারে ভাড়া পরিশোধ করেনি এবং আরও মনোযোগ আকর্ষণ করেছে যে আবেদনকারী নং ২ তার শেয়ারের ৯৯.৯৯% স্থানান্তর করেছে এবং আবেদনকারী নং ১-এর কেবল একটি অংশ (০.০১%) রয়েছে। আবেদনকারীদের ইজারা ভাড়ার বকেয়া পরিশোধ করার নির্দেশ দিয়ে সালিসকারী দ্বারা বিষয়টি সমাধান না হওয়া পর্যন্ত উত্তরদাতাদের স্বার্থ রক্ষা করতে হবে এবং ২৮,২৬,০০০ টাকা প্রতি মাসে হারে সরঞ্জামগুলির জন্য ভবিষ্যতের ইজারা ভাড়া প্রদান করতে হবে। [অনুচ্ছেদ ৩৬] [১০২৭-সি-ডি, এফ-জি]

এ. আয়াসামি বনাম এ. পরমশিবম এবং অন্যান্যরা (২০১৬) ১০ এস. সি. সি ৩৮৬: [২০১৬] ১১ এস. সি. আর ৫২১-এর উপর নির্ভরশীল।

সুকন্যা হোল্ডিংস (পি) লিমিটেড বনাম জয়েশ এইচ. পান্ডিয়া এবং আরেকজন (২০০৩) ৫ এসসিসি ৫৩১: [২০০৩] ৩ এসসিআর ৫৫৮; ক্লোরো কন্ট্রোলস ইন্ডিয়া প্রাইভেট লিমিটেড বনাম সেভেন ট্রেন্ট ওয়াটার পিউরিফিকেশন ইনকর্পোরেটেড এবং অন্যান্যরা (২০১৩) ১ এসসিসি ৬৪১: [২০১২] ১৩ এসসিআর ৪০২; অরুন্ধতী মিশ্র (শ্রীমতী) বনাম শ্রী রাম চরিত্র পান্ডে (১৯৯৪) ২ এসসিসি ২৯-উল্লেখ করা হয়েছে।

বিচারপতি আর. এস. বাচাওয়াতের সালিসি ও সমঝোতার আইন, ষষ্ঠ সংস্করণ, খণ্ড ১ (লেক্সিস নেক্সিস দ্বারা প্রকাশিত ৬৯৫ পৃষ্ঠায় ১ থেকে ৩৪ ধারা)-উল্লেখ করা হয়েছে।

<u>মামলা প্রসঙ্গ</u>

[২০০৩] ৩ এসসিআর ৫৫৮ উল্লেখ করা হয়েছে অনুচ্ছেদ ২

[২০১২] ১৩ এস. সি. আর ৪০২ উল্লেখ করা হয়েছে অনুচ্ছেদ ১০

(১৯৯৪) ২ এস. সি. সি ২৯ উল্লেখ করা হয়েছে অনুচ্ছেদ ২৯

[২০১৬] ১১ এস. সি. আর ৫২১ উপর নির্ভরশীল অনুচ্ছেদ ৩২

দেওয়ানি আপিল এক্তিয়ারঃ ২০১৮ সালের ৪৬৯০ নং দেওয়ানি আপিল।

২০১৭ সালের এফএও (ওএস) (সি. ও. এম. এম) নং ৮৫ এবং ২০১৭ সালের সি. এম. নং ১৪২২৯-১৪৩০০-এ দিল্লির নয়াদিল্লি হাইকোর্টের ১৭.০৪.২০১৭ তারিখের রায় এবং আদেশ থেকে।

শান্তি ভূষণ, যতীন্দর সিং, প্রবীণ আইনজীবীরা, কামিনী জয়সওয়াল, সঞ্জীব দুবে, রোহিত কুমার সিং, সুশ্রী রানী মিশ্র, জতিন্দরপাল সিং, রাজমঙ্গল কুমার, সুশ্রী শ্রুতি দত্ত, আপিলকারীদের পক্ষে আইনজীবীরা।

কপিল সিবাল, সি. এস. বৈদ্যনাথন, কে. ভি. বিশ্বনাথন, অমিত সিবাল, সিনিয়র অ্যাড. অমিত ভাণ্ডারি, অনিশ দয়াল, ডঃ সাইফ মাহমুদ, সুমন্ত দে, অদিত এস. পূজারী, অভিষেক কৌশিক, বিনয় ত্রিপাঠি, অমরেন্দ্র কুমার মেহতা, আইনজীবীরা উত্তরদাতাদের পক্ষে।

আদালতের রায় প্রদান করেছেন

আর. বানুমথি, বিচারপতি ১. অনুমতি মঞ্জুর।

২. এই আপিলটি ১৭.০৪.২০১৭ তারিখের ২০১৭ সালের এফ এ ও (ওএস) (সি. ও. এম. এম) নং ৮৫-এ দিল্লি হাইকোর্ট কর্তৃক গৃহীত তারিখের রায় থেকে উদ্ভূত হয়েছে এবং যার মাধ্যমে ডিভিশন বেঞ্চ একক বিচারকের আদেশকে নিশ্চিত করেছে যে সালিশ ও সমঝোতা আইন, ১৯৯৬ (* আইন)-এর ৮ ধারার অধীনে দায়ের করা আবেদনটি খারিজ করে এই বলে যে পক্ষগুলির মধ্যে চুক্তিগুলি ০৫.০৩.২০১২ তারিখের মূল চুক্তির সাথে আন্তঃসংযুক্ত নয় এবং তাই, পক্ষগুলিকে সুকন্য হোল্ডিংস (পি) লিমিটেড বনাম জয়েশ এইচ. পান্ডিয়া এবং আরেকজন (২০০৩) ৫ এস. সি. সি ৫৩১ -এর সিদ্ধান্ত অনুসারে সালিশের জন্য পাঠানো যাবে না।

৩. সংক্ষিপ্ত তথ্য যা এই আপিল দায়ের করার দিকে পরিচালিত করেছিল তা নিম্নরূপঃ- ০১.০২.২০১২ তারিখে প্রথম উত্তরদাতা-ঋষভ এন্টারপ্রাইজ ('ঋষভ'), দ্বিতীয় উত্তরদাতার একমাত্র মালিকানাধীন সংস্থা-ডঃ এ. এম. সিংভি এম/এস জুভি ইন্ডিয়া রিনিউয়েবল এনার্জিস প্রাইভেট লিমিটেডের (জুভি ইন্ডিয়া) সাথে দুটি চুক্তি করেছেন যথাঃ-(i) বিদ্যুৎ উৎপাদনকারী সরঞ্জাম কেনার জন্য সরঞ্জাম এবং উপাদান সরবরাহ চুক্তি। ৮,৮৯,৮০,৭৩০/- টাকা; এবং (ii) সৌর প্ল্যান্ট স্থাপন ও চালু করার জন্য ইঞ্জিনিয়ারিং, স্থাপন এবং কমিশনিং চুক্তি ২,২০,১৯,২৭০/- টাকা। এই দুটি চুক্তিতে সালিশ প্রকরণ রয়েছে।

৪. প্রথম বিবাদী - ঋষভ ০৫.০৩.২০১২ তারিখে দ্বিতীয় আপিলকারী কোম্পানি - অ্যাস্টনফিল্ড রিনিউয়েবলস প্রাইভেট লিমিটেড (অ্যাস্টনফিল্ড) এর সাথে বিক্রয় ও ক্রয় চুক্তিতে প্রবেশ করেন, যার মাধ্যমে সিআইএস ফটোভোলটাইক পণ্য ক্রয় করা হবে, যা আপিলকারী নং ৩ - দান্তে এনার্জি প্রাইভেট লিমিটেড (দান্তে এনার্জি) কে লিজ দেওয়া হবে, যা উত্তর প্রদেশের ঝাঁসির রাক্সায় অবস্থিত ডোংরিতে অবস্থিত সোলার প্ল্যান্টে স্থাপন করা হবে। চুক্তি অনুসারে, এই পণ্যগুলির মূল্য ছিল ২৫,১৬,০০,০০০/- টাকা। দ্বিতীয় আপিলকারী - অ্যাস্টনফিল্ড ঋষভ কর্তৃক জারি করা বিভিন্ন চেকের মাধ্যমে বিবাদীদের কাছ থেকে ২১,৪০,৪৯,৯৯৯/- টাকা পেয়েছে। ০৫.০৩.২০১২ তারিখের এই চুক্তিতে সালিশের ধারা নেই। আপিলকারীদের মতে, ডঃ এ.এম.-এর ছেলেদের নগদ অর্থে ১০,০০,০০,০০০/- টাকা ফেরত দেওয়া হয়েছে। সিংভি অর্থাৎ, শ্রী আবিষ্কর সিংভিকে ২,৫০,০০,০০০/- টাকা এবং শ্রী অনুভব সিংভিকে ৭,৫০,০০,০০০/- টাকা। ১৪.০৩.২০১২ তারিখে ঋষভ এবং দান্তে এনার্জির মধ্যে একটি সরঞ্জাম লিজ চুক্তি (ইএলএ) স্বাক্ষরিত হয় যার মাধ্যমে দান্তে এনার্জি মার্চ, ২০১২ এর জন্য ঋষভকে ১৩,৫০,০০০/- টাকা লিজ ভাড়া দিতে সম্মত হয় এবং এপ্রিল, ২০১২ থেকে, প্রদেয় ভাড়া ছিল ২৮,২৬,০০০/- টাকা। ঝাঁসির সৌর বিদ্যুৎ কেন্দ্রটি ১৬.০৩.২০১২ তারিখে চালু এবং বিদ্যুৎচালিত করা হয়েছে।

৫. চুক্তির সারমর্ম নিম্নরূপঃ-

ক্রমিক নং	চুক্তির তারিখ	চুক্তিবদ্ধ দল	চুক্তির উদ্দেশ্য	সালিসি চুক্তি
১.	০১.০২.২০১২	ঋষভ এন্টারপ্রাইজ এম/এস জুই ইন্ডিয়া রিনিউয়েবল এনার্জি প্রাইভেট লিমিটেডের সাথে দুটি চুক্তি করেছে	(i) ঋষভ বিদ্যুৎ উৎপাদনের সরঞ্জাম কিনবে- টাকা ৮,৮৯,৮০,৭৩০/- (ii) ঝাঁসি-টাকা ২,২০,১৯,২৭০/- এ প্ল্যান্টের ইঞ্জিনিয়ারিং স্থাপন এবং কমিশন	উভয় চুক্তিতে সালিসি প্রকরণ রয়েছে - পক্ষগুলি সম্মত হয়েছে যে সালিসের আসন হবে বোম্বেতে
২.	০৫.০৩.২০১২	ঋষভ এম/এস	(i) ঝাঁসি-টাকা	এই চুক্তিতে

		অ্যাস্টন রিনিউবেলস প্রাইভেট লিমিটেডের সাথে চুক্তিতে প্রবেশ করেছেন (আবেদনকারী নং ২)	২১,৪০, ৪৯,৯৯৯/- তে স্থাপিত সৌর প্ল্যান্টকে শক্তিশালী করার জন্য দান্তে এনার্জি (আবেদন নম্বর ৩) এর কাছে ইজারা দেওয়া সিআইএস ফটোভোলটাইক পণ্য ক্রয়	সালিসি প্রকরণ নেই।
৩.	১৪.০৩.২০১২	ঋষভ এম/এস দান্তে এনার্জি প্রাইভেট লিমিটেডের সাথে চুক্তিতে প্রবেশ করেছেন (আবেদনকারী নং ৩)	দান্তে ১৩,৫০,০০০/- টাকা ইজারা ভাড়া হিসাবে মার্চ, ২০১২ এর জন্য এবং এপ্রিল, ২০১২ থেকে প্রতি মাসে ২৮,২৬,০০০/- টাকা দিতে সম্মত হয়েছিল।	এই চুক্তিতে সালিসি প্রকরণ রয়েছে। দলগুলো সম্মত হয়েছে যে সালিসের আসন হবে বোম্বেতে।

৬. পক্ষগুলির মধ্যে বিরোধ দেখা দেয় যখন উত্তরদাতারা অভিযোগ করেন যে আবেদনকারী নং ৩-দান্তে এনার্জি ভাড়া পরিশোধে খেলাপি হয়েছে এবং অ্যাস্টনফিল্ড বিশাল পরিমাণ বিনিয়োগ করে ঋষভকে ফটোভোলটাইক পণ্য কেনার জন্য প্ররোচিত করে জালিয়াতি করেছে। উত্তরদাতারা আরও অভিযোগ করেছেন যে আবেদনকারীরা দান্তে এনার্জিকে সংগ্রহ করা এবং ইজারা দেওয়া সরঞ্জামগুলির ক্ষেত্রে ভুল উপস্থাপনা এবং বিশ্বাসের অপরাধমূলক লঙ্ঘন করেছেন। উত্তরদাতারা আবেদনকারীদের বিরুদ্ধে দিল্লির অর্থনৈতিক অপরাধ শাখায় ফৌজদারি অভিযোগও দায়ের করেছেন, যার ভিত্তিতে ২০১৫ সালের ৩০ নং এফআইআর নথিভুক্ত করা হয়েছিল। আবেদনকারীরা ২০১৬ সালের সিডব্লিউপি নং ৬১৯ সম্বলিত রিট আবেদন দিল্লি হাইকোর্টে দায়ের করেছেন, যাতে এই এফআইআর বাতিল করার আবেদন করা হয়েছে, যা বিচারাধীন। ডঃ এ.এম. সিংভির ছেলেদের অর্থ, অর্থাৎ শ্রী আবিষ্কর সিংভিকে ২,৫০,০০,০০০/- টাকা এবং শ্রী অনুভব সিংভিকে ৭,৫০,০০,০০০/- টাকা হস্তান্তরের বিষয়ে আপিলকারীদের কাছ থেকে ব্যাখ্যা চেয়ে আয়কর কর্তৃপক্ষের একটি তদন্তও ছিল। আবেদনকারী নং ১-অমিত লালচাঁদ শাহকে আয়কর কর্তৃপক্ষ তলব করে ডঃ এ. এম. সিংভির ছেলেদের কাছে এই অর্থ হস্তান্তরের বিষয়ে ব্যাখ্যা চেয়েছে।

৭.পক্ষগুলির মধ্যে বিরোধের কারণে, আপিলকারী নং ৩ – দান্তে এনার্জি ১৩.০২.২০১৬ তারিখে সালিশ ধারা প্রয়োগ করে বিজ্ঞপ্তি জারি করে এবং ভারতের সুপ্রিম কোর্টের প্রাক্তন বিচারপতি সুজাতা মনোহরকে সালিশকারী হিসেবে মনোনীত করে। ঋষভ এবং এর একমাত্র মালিক, বিবাদীরা ১১.০৩.২০১৬ তারিখে হাইকোর্টে ২০১৬ সালের দেওয়ানি মামলা (বাণিজ্যিক) নং ১৯৫ দায়ের করেন, যারা জালিয়াতি এবং ভুল উপস্থাপনা সহ বিভিন্ন অভিযোগ এনেছিলেন। মামলায়, একাধিক প্রতিকার দাবি করা হয়েছিল:- (i) ০৫.০৩.২০১২ তারিখের বিক্রয় ও ক্রয় চুক্তি; ০১.০২.২০১২ তারিখের সরঞ্জাম ও উপকরণ সরবরাহ চুক্তি, প্রকৌশল, স্থাপন এবং কমিশনিং চুক্তি এবং ১৪.০৩.২০১২ তারিখের সরঞ্জাম লিজ চুক্তি উভয়ই আপিলকারীদের দ্বারা সংঘটিত গুরুতর জালিয়াতির দ্বারা ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে এবং চুক্তিগুলি বাতিল; (ii) ৩২,২২,৮০,২৮৮ টাকা আদায়ের জন্য, যা আপিলকারীরা যৌথভাবে এবং গুরুতরভাবে বিবাদীদের দিতে বাধ্য; (iii) চুক্তির তারিখ থেকে অর্থাৎ ০১.০২.২০১২ তারিখ পর্যন্ত বার্ষিক ১৮% হারে ৩২,২২,৮০,২৮৮ টাকা সুদ হিসেবে ১৯,৩১,৭৪,৮০৪ টাকা প্রদান করতে হবে; এবং (iv) বকেয়া ইজারা ভাড়া পরিশোধ করতে হবে।

৮. মামলায় বিজ্ঞপ্তি ও সমন প্রাপ্তির পর, আপীলকারী/বিবাদীরা আবেদনপত্রকে পছন্দ করেন ২০১৬ সালের আই.এ. নং ৪১৫৮ আইনের ধারা ৮ এর অধীনে চারটি চুক্তির সাথে সম্পর্কিত সালিশে পক্ষগুলির মধ্যে বিরোধের প্রসঙ্গ চাইছে।

আবেদনকারীরা এই যুক্তি দিয়ে চারটি চুক্তির সালিশের প্রসঙ্গ চেয়েছিলেন যে বিক্রয় ও ক্রয় চুক্তি (০৫.০৩.২০১২) মূল চুক্তি এবং অন্যান্য তিনটি চুক্তি আন্তঃসংযুক্ত কারণ সেগুলি একই পক্ষের মধ্যে কার্যকর করা হয় এবং চুক্তির শর্তাবলীর বাধ্যবাধকতা এবং কার্যকারিতা আন্তঃসংযুক্ত অর্থাৎ ডংরি, রক্সা, জেলা ঝাঁসি, ইউ. পি-তে ফটোভোলটাইক সৌর প্ল্যান্ট চালু করা। উত্তরদাতারা ঋষভ এবং ড. এ. এম সিংভি আবেদনটির বিরোধিতা করে বলেন যে মামলাটি এই ঘোষণার জন্য যে চুক্তিগুলি জালিয়াতি এবং ভুল উপস্থাপনের জন্য কলুষিত করা হয়েছে এবং যদিও বিষয়টি 'সালিশের দিকে নিয়ে যাওয়া' যায় না। এটি আরও প্রমাণিত হয়েছিল যে মামলাটি জুভি ইন্ডিয়ার সাথে ০১.০২.২০১২ তারিখের চুক্তি সম্পর্কে উদ্বিগ্ন নয় বা সরঞ্জাম ইজারা চুক্তি (১৪.০৩.২০১২) সম্পর্কে উদ্বিগ্ন নয়; যেখানে মামলাটি আবেদনকারী অমিত লালচাঁদ শাহ এবং দান্তে এনার্জির মিথ্যা আশ্বাস এবং জালিয়াতি সম্পর্কে উদ্বিগ্ন, যার বিষয়ে একটি অনুরূপ মামলাও নথিভুক্ত করা হয়েছে এবং তাই, বিরোধটি সালিশের জন্য পৃথক নয়।

৯. ১৫.০৩.২০১৭ তারিখের আদেশের মাধ্যমে বিজ্ঞ একক বিচারক আইনের ৮ ধারার অধীনে দায়ের করা আবেদনটি খারিজ করে দিয়েছেন যে ঋষভ এবং দান্তে এনার্জির মধ্যে সরঞ্জাম ইজারা চুক্তি (১৪.০৩.২০১২) মা/প্রধান চুক্তি হিসাবে গণ্য করা যাবে না এবং উত্তরদাতাদের এবং ভারতের মধ্যে চুক্তিগুলিকে একই চুক্তি হিসাবে বিবেচনা করা যাবে না এবং ভারতকে জুটিল চুক্তি হিসাবে বিবেচনা করা যাবে না। বিজ্ঞ একক বিচারক আরও বলেন যে, উত্তরদাতারা কেবল আবেদনকারীদের বিরুদ্ধে জালিয়াতির অভিযোগই করেন না, আপিলকারীরা উত্তরদাতাদের বিরুদ্ধে জালিয়াতি, গোপন করা এবং বস্তুগত তথ্য গোপন করার অভিযোগও করেন এবং উত্তরদাতাদের দায়ের করা অভিযোগের ভিত্তিতে একটি ফৌজদারি মামলাও নথিভুক্ত করা হয়েছিল এবং ডঃ এ. এম. সিংভির পুত্রদের কাছে ১০,০০,০০,০০০ টাকা স্থানান্তরের বিষয়ে আয়কর কর্তৃপক্ষের তদন্তও ছিল এবং যখন পক্ষগুলির মধ্যে এই জাতীয় গুরুতর সমস্যা থাকে, তখন তাদের সালিশের জন্য পাঠানো যায় না।

১০. আবেদনটি খারিজ হয়ে যাওয়ায় আপিলকারীরা ডিভিশন বেঞ্চে আপিল করেন যা খারিজ হয়ে যায়। ডিভিশন বেঞ্চ আইনের ধারা ৮ এবং ধারা ৪৫ এর মধ্যে ভাষার পার্থক্য নির্দেশ করেছে এবং ক্লোরো কন্ট্রোলস ইন্ডিয়া প্রাইভেট লিমিটেড বনাম সেভারন ট্রেন্ট ওয়াটার পিউরিফিকেশন ইনক এবং অন্যান্যরা (২০১৩) ১ এসসিসি ৬৪১ উল্লেখ করার পরে, পর্যবেক্ষণ করেছে যে সুকন্যা হোল্ডিংস বাতিল করা হয়নি।

ডিভিশন বেঞ্চ আরও উল্লেখ করেছে যে ধারা ৮-এর অধীনে আনা সংশোধনী সত্ত্বেও, যেহেতু মূল/মূল চুক্তি-বিক্রয় ও ক্রয় চুক্তিতে (০৫.০৩.২০১২) সালিশের ধারা নেই, তাই বিষয়টি সালিশের কাছে পাঠানো যাবে না। এ. আয়াসামি বনাম এ. পরমশিবম এবং অন্যান্যরা (২০১৬) ১০ এস. সি. সি ৩৮৬-এর উল্লেখ করার পরে, ডিভিশন বেঞ্চ বলেছিল যে জালিয়াতির গুরুতর অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে, এই ধরনের বিরোধের সালিশ বাদ দেওয়া হয়েছে।

১১. আমরা আবেদনকারীদের পক্ষে উপস্থিত প্রবীণ আইনজীবী শ্রী শান্তি ভূষণ এবং উত্তরদাতাদের পক্ষে উপস্থিত প্রবীণ আইনজীবী শ্রী কপিল সিবালকে শুনেছি। প্রতিদ্বন্দ্বীর জমা বিবেচনা করার পরে, এই আবেদনে বিবেচনার জন্য নিম্নলিখিত বিষয়গুলি উত্থাপিত হয়ঃ-

১. ঋষভ এবং জুভি ইন্ডিয়ার মধ্যে চারটি চুক্তি-(i) ঋষভ এবং জুভি ইন্ডিয়ার মধ্যে সরঞ্জাম এবং সামগ্রী সরবরাহ চুক্তি (০১.০২.২০১২); (ii) ঋষভ এবং জুভি ইন্ডিয়ার মধ্যে ইঞ্জিনিয়ারিং, স্থাপন এবং কমিশনিং চুক্তি (০১.০২.২০১২); (iii) ঋষভ এবং অ্যাস্টনফিল্ডের মধ্যে বিক্রয় ও ক্রয় চুক্তি (০৫.০৩.২০১২); এবং (iv) ঋষভ এবং দান্তে এনার্জির মধ্যে সরঞ্জাম ইজারা চুক্তি (১৪.০৩.২০১২) পক্ষগুলিকে সালিশের জন্য পাঠানোর জন্য আন্তঃসংযুক্ত কিনা, যদিও ঋষভ এবং অ্যাস্টনফিল্ডের মধ্যে বিক্রয় ও ক্রয় চুক্তিতে (০৫.০৩.২০১২) কোনও সালিশ ধারা নেই?

২. বাদী পক্ষের দ্বারা আবেদনকারীদের বিরুদ্ধে জালিয়াতির অভিযোগের ভিত্তিতে সালিশের জন্য পক্ষগুলির মধ্যে বিরোধের উল্লেখ প্রত্যাখ্যান করা হবে কিনা বা চুক্তিগুলি আয়াসামি মামলায় অনুষ্ঠিত "ব্যবসায়িক কার্যকারিতার বোধ সহ" পক্ষগুলির বাণিজ্যিক উদ্যোগ হিসাবে নেওয়া উচিত কিনা?

১২. প্রথমত, ঋষভ জুভি ইন্ডিয়ার সাথে দুটি চুক্তি করেছে যার তারিখ ছিল ০১.০২.২০১২:-(i) সরঞ্জাম এবং সামগ্রী সরবরাহ চুক্তি; এবং (ii) প্রকৌশল, স্থাপন এবং কমিশনিং চুক্তি। প্রথম চুক্তিতে-সরঞ্জাম এবং সামগ্রী সরবরাহ চুক্তিতে (০১.০২.২০১২) সালিশ ধারা রয়েছে (প্রকরণ ১৯.৪)। দ্বিতীয় চুক্তিতে-প্রকৌশল, স্থাপন এবং কমিশনিং চুক্তিতে (০১.০২.২০১২) সালিশ ধারাও রয়েছে (প্রকরণ ২৫)। ঋষভ এবং অ্যাস্টনফিল্ডের মধ্যে ২৫,১৬,০০,০০০/- টাকার বিক্রয় এবং ক্রয় চুক্তি (০৫.০৩.২০১২) এ সালিসি প্রকরণ নেই৷

ষভ এবং দান্তে এনার্জির মধ্যে চতুর্থ চুক্তি অর্থাৎ ইকুইপমেন্ট ইজারা এগ্রিমেন্ট (১৪.০৩.২০১২)-এ সালিশের ধারা (প্রকরণ ২৯) রয়েছে। চারটি চুক্তির একটি সতর্ক পর্যালোচনা যা হল-(i) সরঞ্জাম এবং উপাদান সরবরাহ চুক্তি; (ii) ইঞ্জিনিয়ারিং, স্থাপন এবং কমিশনিং চুক্তি; (iii) বিক্রয় ও ক্রয় চুক্তি; এবং (iv) সরঞ্জাম ইজারা চুক্তি দেখায় যে চারটি চুক্তি এক উদ্দেশ্যের জন্য ঋষভ দ্বারা উত্তর প্রদেশের ঝাঁসি জেলার ডংরি, রক্সায় ২ মেগাওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন ফটোভোলটাইক সৌর প্ল্যান্ট চালু করা এবং দান্তে এনার্জিকে সরঞ্জামগুলি ইজারা দেওয়া।

১৩. বাদীপক্ষের বক্তব্যগুলিও প্রাথমিকভাবে ইঙ্গিত দেয় যে চারটি চুক্তির সবগুলিই আন্তঃসংযুক্ত এবং আবেদনকারী নং ১-অমিত আলচাঁদ শাহকে অ্যাস্টনফিল্ড এবং দান্তে এনার্জি উভয়েরই প্রবর্তক এবং নিয়ন্ত্রক হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে। আমরা দরকারীভাবে বাদীপক্ষের প্রাসঙ্গিক বক্তব্যগুলি উল্লেখ করতে পারি যা নিম্নরূপঃ -

''প্রতিবাদী নম্বর ১, শ্রী অমিত লালেহান্দ শাহ, প্রতিবাদী নম্বর ২ এবং ৩ কোম্পানির প্রবর্তক। তাঁর অন্যান্য গোষ্ঠী সংস্থাগুলির মাধ্যমে, প্রতিবাদী নম্বর ১, প্রতিবাদী নম্বর ২ এবং ৩-এর নিয়ন্ত্রক শেয়ারহোল্ডারও। তিনি উল্লিখিত কোম্পানিগুলির দৈনন্দিন বিষয়গুলি পরিচালনার সাথে জড়িত এবং এটি তার নির্দেশ ও নির্দেশে এবং তার সামগ্রিক নিয়ন্ত্রণ এবং আদেশের অধীনে উল্লিখিত কোম্পানিগুলি পরিচালিত হয়। তিনি "অ্যাস্টনফিল্ড গ্রুপ"-এর সহ-প্রতিষ্ঠাতা এবং সহ-চেয়ারম্যান যা ভারতের বাইরে এবং উভয় ক্ষেত্রেই (www.astonfield.com) নিযুক্ত বিভিন্ন কোম্পানির সমন্বয়ে গঠিত। বিবাদী নং ১ হল গুরুতর প্রতারণার পিছনে মূল মস্তিষ্ক যা বাদী এবং এই মামলার অন্যান্য সমস্ত বিবাদীর প্রাইমা ডোনা, মন, শরীর, আত্মা এবং নিয়ন্ত্রক সত্তার উপর স্থায়ী হয়েছে৷ যদি এই মাননীয় আদালত কর্পোরেট পর্দা তুলে নেয় (এবং, এটি কর্পোরেট পর্দা উঠানোর জন্য একটি উপযুক্ত মামলা), তবে এটি পাওয়া যাবে যে, প্রকৃতপক্ষে, বিবাদী নং ১ যিনি অন্য সমস্ত বিবাদীদের পিছনে আসল সত্তা এবং এটি তার নির্দেশের ভিত্তিতে অন্যরা করেছে, তাদের নিজ নিজ ভূমিকা পালন করেছে। বিবাদী নং ১ ও বিবাদী নং ২ এবং ৩ এর পক্ষে বাদীদের সাথে চিঠিপত্র চালিয়েছে। ..... উল্লিখিত বিবাদী নং ১ এই কোম্পানির দৈনন্দিন বিষয়গুলি পরিচালনা করার জন্যও দায়ী যা তার নির্দেশে এবং তার নিয়ন্ত্রণে পরিচালিত হয়। বিবাদী নং ২ বাদীর সাথে একটি বিক্রয় এবং ক্রয় চুক্তিতে প্রবেশ করেছে, যার অধীনে লেনদেনটি গুরুতর জালিয়াতির দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। .....”

অমিত লালচাঁদ শাহ বনাম ঋষভ এন্টারপ্রাইজ [আর. বানুমাথি, বিচারপতি] ০১১

যদিও দুটি চুক্তি রয়েছে, বিক্রয় ও ক্রয় চুক্তি (০৫.০৩.২০১২) এবং সরঞ্জাম ইজারা চুক্তির (দান্তে এনার্জি) পৃথক পৃথক পক্ষ এক এবং একই। যদিও জুভি ইন্ডিয়া বিবাদী নয়, যেমন আলোচনা করা হয়েছে পরিকাঠামো, সরঞ্জাম এবং উপাদান সরবরাহ চুক্তি এবং প্রকৌশল, জুভি ইন্ডিয়ার সাথে স্থাপন এবং কমিশনিং চুক্তি নিজেই উত্তর প্রদেশের ঝাঁসি জেলার ডংরি, রক্সায় ফটোভোলটাইক সৌর প্ল্যান্ট চালু করার উদ্দেশ্যে ছিল।

১৪. ঋষভ এবং জুভি ইন্ডিয়ার মধ্যে সরঞ্জাম ও সামগ্রী সরবরাহ চুক্তির (০১.০২.২০১২) ধারাগুলি স্পষ্টভাবে ইঙ্গিত করে যে ঋষভ দান্তে এনার্জির সাথে ইজারা চুক্তি করেছে এবং ঋষভ দান্তে এনার্জিকে সেই পণ্যগুলি ইজারা দেওয়ার জন্য ফটোভোলটাইক পণ্য/প্যানেল ইত্যাদি এবং অনুরূপ সৌর বিদ্যুৎ উৎপাদনকারী সরঞ্জামগুলির উৎসের প্রস্তাব দিয়েছে। উক্ত সরঞ্জাম এবং উপাদান সরবরাহ চুক্তির নিম্নলিখিত ধারাগুলি স্পষ্টভাবে দান্তে এনার্জির সাথে মূল ইজারা চুক্তির সাথে সরঞ্জাম এবং উপাদান সরবরাহ চুক্তির যোগসূত্র স্থাপন করবেঃ-

"এই সরঞ্জাম এবং উপাদান সরবরাহ চুক্তি মধ্যে হয়

এম/এস ঋষভ এন্টারপ্রাইজ..... ('গ্রাহক')

এবং জুভি ইন্ডিয়া রিনিউয়েবল এনার্জি প্রাইভেট লিমিটেড ("সরবরাহকারী")

যেখানেঃ-

ক. গ্রাহক (ঋষভ) এম/এস দান্তে এনার্জি প্রাইভেট লিমিটেড ('ইজারাদার') এর সাথে ইজারা চুক্তিতে প্রবেশ করছে এবং ইজারাধারী (দান্তে এনার্জি) এর কাছে ডোংরি, রাকসা, জেলা-ঝাঁসি, উত্তরপ্রদেশ (প্ল্যান্ট সাইট), পাওয়ার প্ল্যান্ট থেকে ২ মেগাওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন পাতলা-ফিল্ম ফটোভোলটাইক সোলার প্ল্যান্টের বিকাশ, মালিকানা, পরিচালনা এবং বাণিজ্যিকভাবে ব্যবহার করার প্রয়োজনীয় অনুমোদন রয়েছে। গ্রিড সাবস্টেশনে, গ্রিড সাবস্টেশনে বে-এক্সটেনশনের কাজ, ভারতের উত্তরপ্রদেশের গ্রিড সাবস্টেশনে ('সুবিধা') বিতরণ/সংক্রমণ গ্রিডে বিদ্যুৎ-উৎপাদনকারী সরঞ্জামগুলিকে সংযোগ করার জন্য প্রয়োজনীয় সমস্ত অবকাঠামো এবং প্রাসঙ্গিক স্থাপনা সহ।

খ. গ্রাহক (ঋষভ) গ্রাহক (ঋষভ)-এর কাছে পণ্য বিক্রির জন্য ফটোভোলটাইক পণ্য/প্যানেল, ইনভার্টার, ট্রান্সফর্মার এবং অনুরূপ সৌরএনার্জি উৎপাদনকারী সরঞ্জাম ইত্যাদির উৎসের প্রস্তাব দেয় এবং গ্রাহক (ঋষভ) এই পণ্যগুলি এম/এস দান্তে এনার্জি প্রাইভেট লিমিটেড (ইজারাদার)-কে ইজারা দেবে।

গ. গ্রাহক (ঋষভ) সোলার পার্কের উন্নয়নের সাথে সম্পর্কিত সরঞ্জাম (নীচে সংজ্ঞায়িত) এবং উপকরণ সরবরাহের জন্য সরবরাহকারীকে (জুভি ইন্ডিয়া) নিযুক্ত করতে চায়।

ঘ. এম/এস দান্তে এনার্জি প্রাইভেট লিমিটেড (ইজারাদার)-এর গ্রাহক (ঋষভ) দ্বারা সরবরাহ করা সংশ্লিষ্ট পণ্যগুলি পরিদর্শন করার অধিকার থাকবে এবং এম/এস দান্তে এনার্জি প্রাইভেট লিমিটেড (ইজারাদার)-এর নিশ্চিতকরণের ভিত্তিতে, সংশ্লিষ্ট পণ্যগুলি এম/এস দান্তে এনার্জি প্রাইভেট লিমিটেড (ইজারাদার)-এর কাছে বিক্রির জন্য গ্রাহক (ঋষভ) দ্বারা ক্রয় করা হবে এবং প্রকল্প সাইটে পাঠানো হবে।

ঙ. সরবরাহকারী (জুভি ইন্ডিয়া) এই চুক্তির শর্তাবলী অনুসারে গ্রাহককে (ঋষভ) সরঞ্জাম এবং উপকরণ সরবরাহ করতে একত্রিত।''

১৫. একইভাবে, ঋষভ এবং জুভি ইন্ডিয়ার (০১.০২.২০১২) মধ্যে ইঞ্জিনিয়ারিং, স্থাপন এবং কমিশনিং চুক্তির চুক্তির ধারাগুলিও স্পষ্টভাবে নির্দেশ করে যে ডোংরি, রাকসা, জেলা ঝাঁসি, উত্তর প্রদেশে ফটোভোলটাইক সোলার প্ল্যান্ট চালু করার উদ্দেশ্যে চুক্তিটি করা হয়েছিল। চুক্তির প্রকরণ (এ) যা ঋষভ এম/এস দান্তে এনার্জির (ইজারাদার) সাথে সরঞ্জাম ইজারা চুক্তি করেছে তা পুনর্ব্যক্ত করে যে ইঞ্জিনিয়ারিং, স্থাপন এবং কমিশনিংয়ের জন্য জুওয়াই ইন্ডিয়ার সাথে দ্বিতীয় চুক্তিটি সরঞ্জাম ইজারা চুক্তির (১৪.০৩.২০১২) সাথে অবিচ্ছেদ্যভাবে যুক্ত। চুক্তির প্রাসঙ্গিক ধারাগুলি নিম্নরূপঃ-

“এই ইঞ্জিনিয়ারিং, স্থাপন এবং কমিশনিং চুক্তি চুক্তির মধ্যে হয়

এম/এস ঋষভ এন্টারপ্রাইজ..... ('গ্রাহক')

এবং

জুভি ইন্ডিয়া রিনিউয়েবল এনার্জি প্রাইভেট লিমিটেড.....('ঠিকাদার')

অমিত লালচাঁদ শাহ বনাম ঋষভ এন্টারপ্রাইজ [আর. বানুমাথি,বিচারপতি]১০১৩

যেখানেঃ-

ক. গ্রাহক (ঋষভ) নির্দিষ্ট কিছু ফটোভোলটাইক পণ্য/প্যানেল, ইনভার্টার, ট্রান্সফর্মার এবং অনুরূপ সৌরএনার্জি উৎপাদনকারী সরঞ্জামের মালিক এবং এম/এস দান্তে এনার্জি প্রাইভেট লিমিটেডের (ইজারাদার) সঙ্গে একটি সরঞ্জাম ইজারা চুক্তি করছে।

খ. ইজারাদার (দান্তে এনার্জি)-এর কাছে উত্তর প্রদেশের ঝাঁসি জেলার রক্সার দোংরিতে ২ মেগাওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন পাতলা-ফিল্মের ফটোভোলটাইক সৌরবিদ্যুৎ কেন্দ্র (প্ল্যান্ট সাইট), বিদ্যুৎ কেন্দ্র থেকে গ্রিড সাবস্টেশনে ট্রান্সমিশন লাইন, গ্রিড সাবস্টেশনে বে এক্সটেনশনের কাজ, ভারতের উত্তর প্রদেশের গ্রিড সাবস্টেশনে ('সুবিধা') বিদ্যুৎ উৎপাদনকারী সরঞ্জামগুলিকে বিতরণ/ট্রান্সমিশন গ্রিডের সাথে সংযুক্ত করার জন্য প্রয়োজনীয় সমস্ত পরিকাঠামো এবং প্রাসঙ্গিক স্থাপন সহ বিকাশ, মালিকানা, পরিচালনা এবং বাণিজ্যিকভাবে ব্যবহারের জন্য প্রয়োজনীয় অনুমোদন রয়েছে।

গ. গ্রাহক (ঋষভ) ইজারাদার (দান্তে এনার্জি)-এর প্রয়োজন অনুযায়ী ইজারাদার (দান্তে এনার্জি)-কে পরবর্তী ইজারা দেওয়ার জন্য গ্রাহকের সরঞ্জাম কেনার প্রস্তাব দেয়।

ঘ. ইজারাদার (দান্তে এনার্জি)-এর জন্য নকশা, প্রকৌশল, নির্মাণ, নির্মাণ, পরীক্ষা, কমিশনিং এবং গ্রাহকের (ঋষভ) কাছে সুবিধা হস্তান্তরের জন্য পরিষেবাগুলি প্রয়োজন এবং সেই অনুযায়ী গ্রাহক (ঋষভ) উপরোক্ত কাজটি করার জন্য যোগ্য ঠিকাদারকে (জুভি ইন্ডিয়া) সনাক্ত করতে সম্মত হয়েছে।

ঙ. ঠিকাদার (জুই ইন্ডিয়া) গ্রাহক (ঋষভ) এবং ইজারাদাতা (দান্তে এনার্জি) এর কাছে প্রতিনিধিত্ব করেছে যে ঠিকাদার (জুই ইন্ডিয়া) এর প্রয়োজনীয় অভিজ্ঞতা, দক্ষতা, ডিজাইন ইঞ্জিনিয়ারিং, নির্মাণ, স্থাপন, পরীক্ষা, কমিশনিং এবং সুবিধা হস্তান্তরের জন্য প্রয়োজনীয় সমস্ত ক্রিয়াকলাপ এবং পরিষেবাগুলি গ্রহণ এবং সম্পাদনের জন্য সংস্থান এবং দক্ষতা এবং গ্রাহক (ঋষভ) দ্বারা নির্ধারিত প্রযুক্তিগত বৈশিষ্ট্যগুলির প্রতিক্রিয়া হিসাবে গ্রাহক (ঋষভ) এর কাছে একটি প্রস্তাব জমা দিয়েছে।

চ. ঠিকাদার (জুভি ইন্ডিয়া) দ্বারা জমা দেওয়া প্রস্তাবের উপর ভিত্তি করে এবং ঠিকাদারের উপস্থাপনা এবং 'ওয়্যারেন্টির উপর নির্ভর করে, এবং ইজারাদার (দান্তে এনার্জি)-এর সম্মতি ও অনুমোদনের উপর ভিত্তি করে, গ্রাহক (ঋষভ) পরিষেবাগুলি গ্রহণ করার জন্য ঠিকাদার (/ইউভি ইন্ডিয়া) নিয়োগ করতে চায় এবং (গ্রাহকের সরঞ্জাম ক্রয় ব্যতীত) নকশা, প্রকৌশল, নির্মাণ, স্থাপন, পরীক্ষা, কমিশনিং এবং হস্তান্তরের জন্য প্রয়োজনীয় সমস্ত ক্রিয়াকলাপ এবং পরিষেবা সম্পাদনের জন্য এবং ঠিকাদার (জুভি ইন্ডিয়া) এই নিয়োগের জন্য সম্মত হয়েছে এবং এই চুক্তিতে উল্লিখিত অন্যান্য দায়িত্ব ও বাধ্যবাধকতা গ্রহণ করতে সম্মত হয়েছে।

'জুভি ইন্ডিয়ার সাথে ০১.০২.২০১২ তারিখের চুক্তির শুরুতে উপরের ধারাগুলিতে বলা হয়েছে যে চুক্তিটি নিজেই উত্তর প্রদেশের ঝাঁসি জেলার আকসার ডংরি-তে ফটোভোলটাইক সৌর প্ল্যান্ট চালু করার উদ্দেশ্যে করা হয়েছিল যার জন্য দান্তে এনার্জি (ইজারাদার) প্রয়োজনীয় অনুমোদন দেয়। ইঞ্জিনিয়ারিং, স্থাপন এবং কমিশনিং কন্ট্রাক্ট (০১.০২.২০১২)-এর উপরে উদ্‌ধৃত ধারাগুলি প্রমাণ করে যে এই চুক্তিটি দান্তে এনার্জির সাথে সরঞ্জাম ইজারা চুক্তির (১৪.০৩.২০১২) সাথে আন্তঃসংযুক্ত।

১৬. একইভাবে, এম/এস অ্যাস্টনফিল্ড এবং ঋষভ-এর মধ্যে বিক্রয় ও ক্রয় চুক্তি (০৫.০৩.২০১২) দান্তে এনার্জিকে পণ্য ইজারা দেওয়ার উদ্দেশ্যেও করা হয়েছে, যা নিম্নলিখিত প্রকরণগুলি থেকে দেখা যায়ঃ-

''বিক্রয় এবং ক্রয় চুক্তি

অ্যাস্টনফিলড রিনিউয়েবল প্রাইভেট লিমিটেড .....(বিক্রেতা) এবং ঋষভ এন্টারপ্রাইজ..... (ক্রেতা) নিম্নলিখিত পণ্যগুলি বিক্রি করতে এবং ক্রয় করতে সম্মত হন, যা ক্রেতার (ঋষভ) দ্বারা দান্তে এনার্জি প্রাইভেট লিমিটেডের কাছে ইজারা দেওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় (কার্যকর তারিখ):-

১. ক্রেতাঃ ঋষভ এন্টারপ্রাইজ

২. বিক্রেতাঃ অ্যাস্টনফিল্ড রিনিউয়েবলস প্রাইভেট লিমিটেড

৩. লেনদেন: পক্ষগুলি সম্মত হয় যে এই লেনদেন এই বিক্রয় এবং ক্রয় চুক্তি এবং এর পরিশিষ্টগুলি দ্বারা পরিচালিত হবে।

এই চুক্তির অধীনে পণ্যগুলি ডোংরি, রাকসা, জেলা-ঝাঁসি, উত্তরপ্রদেশ (প্ল্যান্ট সাইট) এ ইজারাদার (দান্তে এনার্জি) দ্বারা স্থাপিত ২ মেগাওয়াট গ্রিড সংযুক্ত সৌর পিভি বিদ্যুৎ প্রকল্পের জন্য ব্যবহার করা হবে

ক্রেতা (ঋষভ) ইজারা গ্রহীতার (দান্তে এনার্জি) কাছে সরবরাহ/ইজারা দেওয়ার জন্য উপরোক্ত পণ্যগুলি কিনছেন। ইজারা গ্রহীতার (দান্তে এনার্জি) সংশ্লিষ্ট পণ্যগুলি পরিদর্শন করার অধিকার থাকবে এবং ইজারা গ্রহীতার (দান্তে এনার্জি) কাছ থেকে নিশ্চিতকরণের ভিত্তিতে, ক্রেতা (ঋষভ) ইজারা গ্রহীতার (দান্তে এনার্জি) কাছে বিক্রয়ের জন্য সংশ্লিষ্ট পণ্যগুলি কিনবেন এবং প্রকল্প সাইটে প্রেরণ করা হবে।''

যদিও বিক্রয় ও ক্রয় চুক্তির (০৫.০৩.২০১২) কোনও সালিশ ধারা নেই, তবে উপরের ধারাগুলি দ্বারা এটি স্পষ্টভাবে মূল চুক্তির সাথে যুক্ত-সরঞ্জাম ইজারা চুক্তি (১৪.০৩.২০১২)। অ্যাস্টনফিল্ড এবং ঋষভ-এর মধ্যে বিক্রয় ও ক্রয় চুক্তি কেবলমাত্র ঋষভ কর্তৃক দান্তে এনার্জির কাছে পণ্যের ইজারা দেওয়ার উদ্দেশ্যে করা হয়েছিল। এই যুক্তিতে কোনও যোগ্যতা নেই যে বিক্রয় ও ক্রয় চুক্তি দান্তে এনার্জির সাথে সরঞ্জাম ইজারা চুক্তির সাথে যুক্ত নয়।

১৭. ঋষভ এবং দান্তে এনার্জির মধ্যে সরঞ্জাম ইজারা চুক্তি (১৪.০৩.২০১২) কেবলমাত্র উপরের তিনটি চুক্তির একটি ফলো-আপ যা সরঞ্জাম ইজারা চুক্তির বিভিন্ন ধারা থেকে স্পষ্ট। সরঞ্জাম ইজারা চুক্তির (১৪.০৩.২০১২) প্রাসঙ্গিক প্রকরণ নিম্নরূপঃ-

"সরঞ্জাম ইজারা চুক্তি

এম/এস ঋষভ এন্টারপ্রাইজ (ইজারাদাতা) এবং মিস দান্তে এনার্জি প্রাইভেট লিমিটেড (ইজারাদার) উত্তর প্রদেশের ঝাঁসি জেলার ডঙ্গরি, রক্সায় (প্ল্যান্ট সাইট) একটি ২ মেগাওয়াট গ্রিড সংযুক্ত সৌর পিভি বিদ্যুৎ প্রকল্প স্থাপন করছে।

যেখানে ইজারাদাতা (ঋষভ) নির্দিষ্ট কিছু ফটোভোলটাইক পণ্য/প্যানেল, ইনভার্টার, ট্রান্সফর্মার এবং অনুরূপ সৌরএনার্জি উৎপাদনকারী সরঞ্জামের (এখানে "সরঞ্জাম" হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে) মালিক, যা আরও বিশেষভাবে এখানে লিখিত প্রথম তফসিলে বর্ণিত হয়েছে।

এবং যেখানে ইজারাদার (দান্তে এনার্জি)-এর কাছে সাইটে একটি ২ মেগাওয়াট পাতলা-ফিল্মের ফটোভোলটাইক সৌর প্ল্যান্ট ("এস পি ওয়াই পাওয়ার প্ল্যান্ট"), বিদ্যুৎ কেন্দ্র থেকে গ্রিড সাবস্টেশনে ট্রান্সমিশন লাইন, দ্বিতীয় তফসিলে ("সুবিধা") নির্দিষ্ট হিসাবে ভারতের উত্তর প্রদেশের ঝাঁসিতে গ্রিড সাবস্টেশনে বিতরণ ট্রান্সমিশন গ্রিডের সাথে বিদ্যুৎ উৎপাদনকারী সরঞ্জামগুলিকে সংযুক্ত করার জন্য প্রয়োজনীয় সমস্ত পরিকাঠামো এবং প্রাসঙ্গিক স্থাপন সহ গ্রিড সাবস্টেশনে বে এক্সটেনশনের কাজ করার জন্য প্রয়োজনীয় অনুমোদন রয়েছে এবং এই উদ্দেশ্যে তাদের এখানে লিখিত প্রথম তফসিলে উল্লিখিত সরঞ্জামগুলির প্রয়োজন রয়েছে।

এবং যেখানে ইজারাদার (দান্তে এনার্জি) ইজারাদাতা (ঋষভ)-এর কাছ থেকে ইজারা নেওয়ার ক্ষেত্রে সরঞ্জামের নির্দিষ্ট প্রকৃতি আরও বিশেষভাবে এখানে লিখিত প্রথম তফসিলে বর্ণিত হয়েছে, ইজারাদাতা (ঋষভ)-এর কাছে যোগাযোগ করেছে এবং ইজারাদাতা (ঋষভ)-কে এখানে অন্তর্ভুক্ত/নির্দিষ্ট শর্তাবলী, চুক্তি এবং শর্তাবলীর ভিত্তিতে ইজারাদার (দান্তে এনার্জি)-কে সরঞ্জামগুলি ইজারা দেওয়ার জন্য অনুরোধ করেছে।

অনুচ্ছেদ ৪

বিতরণ, সূচনা এবং বিতরণঃ

(i) ইজারাদার (দান্তে এনার্জি) এবং ইজারাদাতা (ঋষভ) স্পষ্টভাবে বুঝতে পেরেছেন যে, বর্তমান ক্ষেত্রে মহারাষ্ট্র রাজ্যে অবস্থিত সোলার ফটোভোলটাইক মডুলার সরবরাহকারীর কাছ থেকে সংশ্লিষ্ট সরঞ্জামগুলি সংগ্রহ করা হচ্ছে। অ্যাস্টনফিল্ড রিনিউয়েবলস প্রাইভেট লিমিটেড এবং কর্ণাটক রাজ্যে ইনভার্টার, ট্রান্সফরমার ইত্যাদির মতো অন্যান্য সৌর এনার্জি উৎপাদনকারী সরঞ্জাম সরবরাহকারী অর্থাৎ জুভি ইন্ডিয়া রিনিউয়েবল এনার্জি প্রাইভেট লিমিটেড। এই পণ্যগুলি ইজারাদার (দান্তে এনার্জি) দ্বারা পরিদর্শন করা হয়েছে এবং এর বাণিজ্যিক ব্যবহারের জন্য উপযুক্ত বলে মনে করা হচ্ছে।

(ii) এই ইজারা চুক্তি অনুসারে, সংশ্লিষ্ট সরঞ্জামগুলি সংশ্লিষ্ট সরবরাহকারীর কাছ থেকে ইজারাদাতা (ঋষভ) দ্বারা ক্রয় করা হবে এবং সেই অনুযায়ী, সরঞ্জামগুলি সরাসরি উত্তর প্রদেশ রাজ্যের প্রকল্প সাইটে প্রেরণ করা হবে। তদনুসারে, বর্তমান ক্ষেত্রে, ইজারাদাতা (ঋষভ) কর্তৃক ইজারাদার (দান্তে শক্তি) এর পক্ষে চালান নোটের অনুমোদনের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট সরঞ্জামগুলির বিতরণ কার্যকর হবে।

(v) কীভাবে এবং কার দ্বারা বিতরণ করা হয়েছে তা নির্বিশেষে, এটি এতদ্বারা সম্মত হয় যে উক্ত ডেলিভারি এবং ইনস্টলেশনের সাথে সম্পর্কিত সম্পূর্ণ ঝুঁকি, খরচ বা যে কোনও বহির্গামী ইজারাদাতাের (ঋষভ) খরচ এবং ঝুঁকিতে হবে।"

উপরের উদ্ধৃত ধারাগুলি স্পষ্টভাবে দেখায় যে চারটি চুক্তিই আন্তঃসংযুক্ত। সরঞ্জাম ইজারা চুক্তির ৪ নং অনুচ্ছেদের প্রকরণ (v)-এ বলা হয়েছে যে, ঋষভ (ইজারাদাতা)-এর খরচ এবং ঝুঁকিতে ডেলিভারি এবং স্থাপন হবে, যা ঋষভ এবং জুভি ইন্ডিয়ার মধ্যে ইঞ্জিনিয়ারিং, স্থাপন এবং কমিশনিং চুক্তির সঙ্গে স্পষ্টভাবে যুক্ত।

১৮. হাইকোর্ট আইনের ৮ নম্বর ধারার অধীনে দায়ের করা আবেদন খারিজ করার জন্য সুকন্যা হোল্ডিংসের উপর নির্ভরশীলতা স্থাপন করে। সুকন্যা হোল্ডিংসে, অংশীদারিত্ব সংস্থা এবং অ্যাকাউন্টগুলি ভেঙে দেওয়ার জন্য মামলা দায়ের করা হয়েছিল এবং অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে এম/এস ওয়েস্ট এন্ড জিমখানা লিমিটেডের পক্ষে অংশীদারিত্ব সংস্থা দ্বারা সম্পাদিত পরিবহণ দলিলকে চ্যালেঞ্জ করা হয়েছিল। আইনের ধারা ৮ এর অধীনে দায়ের করা একটি আবেদনের বিরোধিতা করে উত্তরদাতা নং ১ এর বিরোধিতা করেছিলেন যে মামলার বিষয়বস্তু চুক্তিকারী পক্ষগুলির মধ্যে ছিল না এবং দাবি করা ত্রাণগুলি শুধুমাত্র উত্তরদাতা নং ১ এবং ২-এর বিরুদ্ধে নয় যারা চুক্তিকারী পক্ষ, তবে বাকি তেইশটি পক্ষের বিরুদ্ধে দাবি করা হয়েছে যারা বিরোধপূর্ণ ফ্ল্যাটের ক্রেতা/ভাড়াটে। এই আদালত রায় দিয়েছে যে যদি মামলার সমস্ত পক্ষ চুক্তির পক্ষ না হয় তবে বিষয়টি সালিশের কাছে পাঠানো যাবে না কারণ বিবাদটি আংশিকভাবে সালিশের জন্য আইনটিতে কোনও বিধান নেই। এই আদালত উল্লেখ করেছে যে ক্রেতারা সালিশ চুক্তির পক্ষ ছিল না এবং স্বাক্ষর না করা ব্যক্তিদের সালিশের জন্য পাঠানো যাবে না। সুকন্যা হোল্ডিংসে (১৫) এবং (১৬) অনুচ্ছেদে, এই আদালত নিম্নরূপ রায় দিয়েছেঃ -

"১৫. ধারা ৮-এ ব্যবহৃত প্রাসঙ্গিক ভাষাটি হলঃ" সালিশ চুক্তির বিষয় এমন একটি বিষয়ে "। আদালতকে পক্ষগুলিকে সালিশের জন্য পাঠাতে হবে। অতএব, মামলাটি" এমন একটি বিষয় "সম্পর্কিত হওয়া উচিত যা পক্ষগুলি উল্লেখ করতে সম্মত হয়েছে এবং যা সালিশ চুক্তির আওতায় আসে। যেখানে, যাইহোক, একটি মামলা শুরু হয় - "একটি বিষয় হিসাবে" যা সালিসি চুক্তির বাইরে থাকে এবং এমন কিছু পক্ষের মধ্যেও থাকে যারা সালিসি চুক্তির পক্ষ নয়, সেখানে ধারা ৮ প্রয়োগের কোনও প্রশ্নই নেই।

একটি 'বিষয়" শব্দটি নির্দেশ করে যে মামলার পুরো বিষয়টি সালিসি চুক্তির সাপেক্ষে হওয়া উচিত।

১৬. পরবর্তী যে প্রশ্নটি বিবেচনার দাবি রাখে তা হল-যদিও বিরোধটিকে আংশিকভাবে সালিশের কাছে পাঠানোর কোনও বিধান নেই, আইনের ৮ ধারার অধীনে এই ধরনের কোনও পথ সম্ভব কিনা। আমাদের মতে, ৮ ধারার ব্যাখ্যা দেওয়া কঠিন হবে যার অধীনে পদক্ষেপের কারণকে দ্বিখণ্ডিত করা, অর্থাৎ, মামলার বিষয় বা কিছু ক্ষেত্রে সালিশ চুক্তির পক্ষ এবং অন্যান্যদের মধ্যে মামলাটি দ্বিখণ্ডিত করা সম্ভব। এটি একটি সম্পূর্ণ নতুন পদ্ধতি নির্ধারণ করবে যা আইনের অধীনে বিবেচনা করা হয়নি। যদি কোনও মামলার বিষয়-বিষয়কে দ্বিখণ্ডিত করার কথা বিবেচনা করা হত, তবে আইনসভা এই জাতীয় কোর্সের অনুমতি দেওয়ার জন্য যথাযথ ভাষা ব্যবহার করত। যেহেতু ভাষায় এমন কোনও ইঙ্গিত নেই, তাই বিচার বিভাগীয় কর্তৃপক্ষের সামনে আনা কোনও পদক্ষেপের বিষয়-বিষয়কে দ্বিখণ্ডিত করার অনুমতি দেওয়া হয় না।''

১৯. উত্তরদাতাদের পক্ষে প্রবীণ আইনজীবী শ্রী সিবাল বলেন যে, হাইকোর্ট যথাযথভাবে সুকন্যা হোল্ডিংসের উপর নির্ভর করেছিল, যেহেতু এটি আইনের প্রথম অংশের সাথে সম্পর্কিত, যে পক্ষগুলি সালিশ চুক্তিতে স্বাক্ষরকারী নয় (এই ক্ষেত্রে, বিক্রয় ও ক্রয় চুক্তির অধীনে অ্যাস্টনফিল্ড) সালিশের জন্য উল্লেখ করা যাবে না। এটি আরও জমা দেওয়া হয়েছিল যে ক্লোরো নিয়ন্ত্রণ আইনের দ্বিতীয় অংশের অধীনে উদ্ভূত হয় এবং হাইকোর্ট দ্বারা যথাযথভাবে আলাদা করা হয়েছিল এবং সুকন্যা হোল্ডিংস ক্লোরো নিয়ন্ত্রণ দ্বারা বাতিল করা হয়নি এবং তাই আবেদনকারীরা ক্লোরো নিয়ন্ত্রণের উপর নির্ভর করতে পারে না। এটি যুক্তি দেওয়া হয়েছিল যে বিক্রয় ও ক্রয় চুক্তি (০৫.০৩.২০১২) যার অধীনে বিশাল অর্থ ভাগ করা হয়েছিল, তা হল মূল চুক্তি যার কোনও সালিশ ধারা নেই তা সালিশের জন্য উল্লেখ করা যাবে না। এটি জমা দেওয়া হয়েছিল যে মামলার বিষয়টিকে সালিশ চুক্তির পক্ষ এবং অন্যদের মধ্যে বিভক্ত করা যাবে না।

২০. ক্লোরো কন্ট্রোলে, এই আদালত আইনের অংশ-II-এর ৪৫ ধারার সুযোগ এবং ব্যাখ্যা নিয়ে কাজ করছিল এবং সেই প্রসঙ্গে প্রাসঙ্গিক নীতির পরিধি নিয়ে আলোচনা করেছিল যার ভিত্তিতে স্বাক্ষরকারী পক্ষও সালিশ চুক্তির দ্বারা আবদ্ধ হতে পারে। আইনের ৪৫ ধারার অধীনে, সালিশের জন্য বিরোধের প্রসঙ্গ চাইছেন এমন আবেদনকারী সালিশ চুক্তির পক্ষ হতে পারেন বা এই পক্ষের মাধ্যমে বা তার অধীনে দাবি করা যে কোনও ব্যক্তি হতে পারেন। ধারা ৪৫ অভিব্যক্তিটি ব্যবহার করে "...পক্ষের একজনের অনুরোধে বা তার মাধ্যমে বা তার অধীনে দাবি করা কোনো ব্যক্তির...." অ-স্বাক্ষরকারী পক্ষগুলিকে অন্তর্ভুক্ত করে যারা সালিশির কাছে রেফার করা যেতে পারে তবে তারা আইনের তফসিল । এর সাথে পড়া ধারা ৪৪ এবং ৪৫ এর প্রয়োজনীয়তাগুলি পূরণ করে। ক্লোরো কন্ট্রোলের অনুচ্ছেদ (৭৩) তে, এই আদালতটি নিম্নরূপ ছিল:-

অমিত লালচাঁদ শাহ বনাম ঋষভ এন্টারপ্রাইজ [আর. বানুমাথি, বিচারপতি]১০১৯

''৭৩. স্বাক্ষর না করা ব্যক্তি বা তৃতীয় পক্ষকে তাদের পূর্ব সম্মতি ছাড়াই সালিশের আওতায় আনা যেতে পারে, তবে এটি কেবল ব্যতিক্রমী ক্ষেত্রেই হবে। আদালত সালিশ চুক্তিতে স্বাক্ষরকারী পক্ষের সাথে সরাসরি সম্পর্কের মূল ভিত্তি থেকে এই ব্যতিক্রমগুলি পরীক্ষা করবে, বিষয়টির সরাসরি সাদৃশ্য এবং পক্ষগুলির মধ্যে চুক্তি একটি যৌগিক লেনদেন। লেনদেনটি এমন একটি যৌগিক প্রকৃতির হতে হবে যেখানে সহায়তা, সম্পাদন এবং সম্পূরক বা আনুষঙ্গিক চুক্তির কার্যকারিতা ছাড়া মাতৃ চুক্তির কার্যকারিতা সম্ভব নাও হতে পারে, সাধারণ উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য এবং সম্মিলিতভাবে বিরোধের উপর প্রভাব ফেলতে পারে। এই সমস্ত কিছুর পাশাপাশি, আদালতকে পরীক্ষা করতে হবে যে এই ধরনের পক্ষগুলির একটি সমন্বিত প্রসঙ্গ ন্যায়বিচারের লক্ষ্যে কাজ করবে কিনা। একবার এই অনুশীলনটি সম্পন্ন হয়ে গেলে এবং আদালত ইতিবাচকভাবে একই উত্তর দিলে, এমনকি স্বাক্ষরকারী নয় এমন পক্ষগুলির প্রসঙ্গও পূর্বে আলোচিত ব্যতিক্রমের মধ্যে পড়বে। (আন্ডারলাইন যোগ করা হয়েছে)

২১. বর্তমানের মতো কোনও ক্ষেত্রে, যদিও বেশ কয়েকটি পক্ষের মধ্যে বিভিন্ন চুক্তি রয়েছে, যেমন উপরে আলোচনা করা হয়েছে, এটি একটি একক বাণিজ্যিক প্রকল্প, যার নাম উত্তর প্রদেশের ঝাঁসি জেলার রক্সা জেলার দোংরিতে ২ মেগাওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন ফটোভোলটাইক সৌর প্ল্যান্ট পরিচালনা করা। সৌর প্ল্যান্ট চালু করা, যা উভয় পক্ষের মধ্যে বাণিজ্যিক বোঝাপড়া এবং এটি বেশ কয়েকটি চুক্তির মাধ্যমে কার্যকর হয়েছে। চুক্তি-সৌর প্ল্যান্ট চালু করার জন্য সরঞ্জাম ইজারা চুক্তি (১৪.০৩.২০১২) হল প্রধান/প্রধান চুক্তি। জুভি ইন্ডিয়ার সঙ্গে ঋষভ-এর দুটি চুক্তিঃ-(i) সরঞ্জাম ও সামগ্রী সরবরাহ চুক্তি (০১.০২.২০১২); এবং (ii) ইঞ্জিনিয়ারিং, স্থাপন এবং কমিশনিং চুক্তি (০১.০২.২০১২) এবং অ্যাস্টনফিল্ডের সঙ্গে ঋষভ-এর বিক্রয় ও ক্রয় চুক্তি (০৫.০৩.২০১২) হল আনুষঙ্গিক চুক্তি যা দান্তে এনার্জি (ইজারাদার) দ্বারা উত্তর প্রদেশের ঝাঁসি জেলার ডংরি, রক্সায় ফটোভোলটাইক সৌর প্ল্যান্ট চালু করার মূল উদ্দেশ্যের দিকে পরিচালিত করে। যদিও, ঋষভ এবং অ্যাস্টনফিল্ডের মধ্যে বিক্রয় এবং ক্রয় চুক্তি (০৫.০৩.২০১২) সালিসি ধারা ধারণ করে না, এটি দান্তে শক্তি দ্বারা ডোংরি, রাকসা, জেলা ঝাঁসি, উত্তরপ্রদেশে সোলার প্ল্যান্ট চালু করার সাথে অবিচ্ছেদ্যভাবে যুক্ত।

জুভি ইন্ডিয়া, যদিও তার পক্ষে কোনও পক্ষ নয় এবং যদিও, অ্যাস্টনফিল্ড এবং আপিল নং ১-অমিত লালচাঁদ শাহ মূল চুক্তিতে স্বাক্ষরকারী নন। সরঞ্জাম ইজারা চুক্তি (১৪.০৩.২০১২), এটি একটি বাণিজ্যিক লেনদেন যা সম্পূর্ণরূপে উত্তর প্রদেশের ঝাঁসি জেলার ডঙ্গরি, রক্সায় ফটোভোলটাইক সৌর প্ল্যান্ট চালু করার সাথে যুক্ত। এটি উল্লেখ করা যেতে পারে, অনুচ্ছেদ ৪-এর প্রকরণ (v) অনুসারে, ডার্টিরা সম্মত হয়েছে যে পুরো ঝুঁকি, বিতরণ এবং স্থাপনের ব্যয় ঋষভ (ইজারাদাতা)-এর খরচে হবে। এখানে আমরা আবার পুনরাবৃত্তি করতে পারি যে ইঞ্জিনিয়ারিং এবং স্থাপন জুভি ইন্ডিয়া দ্বারা করা হবে। পক্ষগুলির তথ্য এবং অভিপ্রায় থেকে যা স্পষ্ট তা হল সরঞ্জাম সংগ্রহ, সরঞ্জাম বিক্রয় ও ক্রয়, স্থাপন এবং বিভিন্ন চুক্তিতে পক্ষগুলির মধ্যে বিরোধটি কেবলমাত্র চারটি চুক্তি এবং পক্ষগুলিকে সালিশের জন্য উল্লেখ করার মাধ্যমে সমাধান করা যেতে পারে।

২২. ঋষভ এবং জুভি ইন্ডিয়া চুক্তির পক্ষগুলিঃ-(i) সরঞ্জাম এবং সামগ্রী সরবরাহ চুক্তি; এবং (ii) ইঞ্জিনিয়ারিং, স্থাপন এবং কমিশনিং চুক্তি এবং ঋষভ এবং অ্যাস্টনফিল্ডের মধ্যে বিক্রয় ও ক্রয় চুক্তির পক্ষগুলি মূল চুক্তির পক্ষগুলির মতো এক এবং একই, যেমন সরঞ্জাম ইজারা চুক্তি (১৪.০৩.২০১২)। চারটি চুক্তিই আন্তঃসংযুক্ত। এটি এমন একটি মামলা যেখানে বেশ কয়েকটি পক্ষ একাধিক চুক্তি/চুক্তির মাধ্যমে সম্পাদিত একক বাণিজ্যিক প্রকল্পে (ডংরিতে সৌর প্ল্যান্ট) জড়িত। এই ধরনের ক্ষেত্রে, সমস্ত পক্ষকে প্রধান চুক্তির সালিসি ধারার দ্বারা আচ্ছাদিত করা যেতে পারে যেমন সরঞ্জাম ইজারা চুক্তি (১৪.০৩.২০১২)।

২৩. যেহেতু জুভি ইন্ডিয়া এবং অ্যাস্টনফিল্ডের সঙ্গে ঋষভ-এর তিনটি চুক্তির উদ্দেশ্য ছিল উত্তর প্রদেশের ঝাঁসি জেলার রক্সার ডংরি-তে ফটোভোলটাইক সোলার প্ল্যান্ট চালু করা, তাই হাইকোর্টের এই বক্তব্য সঠিক ছিল না যে, বিক্রয় ও ক্রয় চুক্তি (০৫.০৩.২০১২) হল মূল চুক্তি। হাইকোর্ট, আমাদের দৃষ্টিতে, তিনটি চুক্তির বিভিন্ন ধারাগুলিকে বিবেচনায় না রাখার ক্ষেত্রে ভুল করেছে যা তাদের প্রধান চুক্তির অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসাবে যেমন ইকুইপমেন্ট লিজ এগ্রিমেন্ট (১৪.০৩.২০১২) এবং হাইকোর্টের বাতিল আদেশ টিকিয়ে রাখা যায় না।

সালিশ ও সমঝোতা আইন, ১৯৯৬-এর ধারা ৮-এর সংশোধন

২৪. সালিশ ও সমঝোতা (সংশোধন) আইন, ২০১৫ আইনের ৪৫ ধারার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ করতে ধারা ৮-এ সংশোধন এনেছে।

সুকন্যা হোল্ডিংসে করা পর্যবেক্ষণের পরিপ্রেক্ষিতে, আইন কমিশন আইনের ৮ ধারার সংশোধনের জন্য সুপারিশ করেছে। ২০১৫ সালের সংশোধনী আইনের ফলস্বরূপ, ৮ ধারাটি নিম্নরূপ সংশোধন করা হয়েছেঃ-

''৮. যেখানে সালিসি চুক্তি রয়েছে সেখানে পক্ষগণকে সালিসের জন্য পাঠানোর ক্ষমতা।- (১) সালিসি চুক্তির বিষয় যে বিষয়ে ব্যবস্থা নেওয়া হয় এমন কোনও বিচার বিভাগীয় কর্তৃপক্ষ, যদি সালিসি চুক্তির কোনও পক্ষ বা তাঁর মাধ্যমে বা তাঁর অধীনে দাবি করা কোনও ব্যক্তি বিরোধের বিষয়বস্তু সম্পর্কে তাঁর প্রথম বিবৃতি জমা দেওয়ার তারিখের পরে প্রযোজ্য হয়, তবে সুপ্রিম কোর্ট বা কোনও আদালতের কোনও রায়, ডিক্রি বা আদেশ সত্ত্বেও পক্ষগুলিকে সালিশের জন্য পাঠাতে হবে যদি না দেখা যায় যে প্রাথমিকভাবে কোনও বৈধ সালিসি চুক্তি বিদ্যমান নেই।

(২) উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত আবেদনটি গ্রহণ করা হবে না যদি না এটি মূল সালিশ চুক্তি বা তার যথাযথ প্রত্যয়িত অনুলিপি সহ থাকে

তবে শর্ত থাকে যে, উপ-ধারা (১) এর অধীনে সালিশ সংক্রান্ত প্রসঙ্গের জন্য আবেদনকারী পক্ষের কাছে মূল সালিশ চুক্তি বা তার প্রত্যয়িত অনুলিপি উপলব্ধ না থাকলে এবং উক্ত চুক্তি বা প্রত্যয়িত অনুলিপি সেই চুক্তির অন্য পক্ষ ধরে রাখলে, আবেদনকারী পক্ষ সালিশ চুক্তির একটি অনুলিপি সহ এই জাতীয় আবেদন দাখিল করবে এবং আদালতকে অনুরোধ করবে যে অন্য পক্ষকে মূল সালিশ চুক্তি বা তার যথাযথ প্রত্যয়িত অনুলিপি সেই আদালতের সামনে পেশ করার জন্য আহ্বান জানাবে।

(৩) উপ-ধারা (১) এর অধীনে একটি আবেদন করা হয়েছে এবং বিষয়টি বিচার বিভাগীয় কর্তৃপক্ষের কাছে বিচারাধীন থাকা সত্ত্বেও, একটি সালিশ শুরু করা বা অব্যাহত রাখা যেতে পারে এবং একটি সালিশ রায় দেওয়া যেতে পারে।

২৫. ''২০১৫ সালের সংশোধনীগুলি দ্বারা মূলত ধারা ৮ (১)-এর চারটি সংশোধনী প্রবর্তন করা হয়েছে-(i) প্রাসঙ্গিক" পক্ষ "যে সালিশের প্রসঙ্গের জন্য আবেদন করার অধিকারী তা সালিশ চুক্তিতে এই জাতীয় পক্ষের মাধ্যমে বা তার অধীনে দাবি করা ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্ত করার জন্য স্পষ্ট/প্রশস্ত করা হয়েছে; (ii) বিচার বিভাগীয় কর্তৃপক্ষের দ্বারা পরীক্ষার সুযোগ "কোন বৈধ সালিসি চুক্তি বিদ্যমান নেই" এবং বিচার বিভাগীয় কর্তৃপক্ষ দ্বারা পরীক্ষার প্রকৃতি "প্রাথমিক দৃষ্টিতে" ভিত্তিতে হবে কিনা তা খুঁজে বের করার মধ্যে সীমাবদ্ধ;

(iii) কাট-অফ তারিখ যার মধ্যে একটি আবেদন ধারা ৮ উপস্থাপন করার অর্থ "বিরোধের বিষয়বস্তু সম্পর্কে প্রথম বিবৃতি জমা দেওয়ার তারিখ" হিসাবে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে; এবং (iv) সংশোধনীগুলি কোনও পূর্ববর্তী বিচারিক নজির সত্ত্বেও প্রয়োগ করার জন্য প্রকাশ করা হয়েছে। ধারা ৮ (২)-এর বিধানটি এমন একটি পক্ষকে অনুমতি দেওয়ার জন্য যুক্ত করা হয়েছে যার কাছে মধ্যস্থতা চুক্তির মূল বা প্রত্যয়িত অনুলিপি অন্য পক্ষের দ্বারা ধরে রাখার কারণে নেই, তবুও ধারা ৮-এর অধীনে প্রসঙ্গ চাইতে আবেদন করতে এবং অন্য পক্ষকে এটি উপস্থাপন করার আহ্বান জানাতে। (প্রসঙ্গঃ বিচারপতি আর. এস. বাচাওয়াতের সালিসি ও সমঝোতার আইন, ষষ্ঠ সংস্করণ, খণ্ড । (ধারা ১ থেকে ৩৪) লেক্সিসনেক্সিস দ্বারা প্রকাশিত ৬৯৫ পৃষ্ঠায়)।

২৬. ২০১৫ সালের আইনের ৮ নং ধারার সংশোধনীটি ২৪৬ নং আইন কমিশনের রিপোর্টে বর্ণিত সুপারিশগুলির পটভূমিতে দেখতে হবে। আইন কমিশন তার ২৪৬তম প্রতিবেদনে ৮ নং ধারার সংশোধনের সুপারিশ করার সময় নিম্নলিখিত পর্যবেক্ষণ/মন্তব্য করেছেঃ-

''এলসি মন্তব্যঃ 'এই ধরনের পক্ষগুলি... সালিসি চুক্তির জন্য' এবং সংশোধনীর প্রবিধান (i) 'সুকন্যা হোল্ডিংস প্রাইভেট লিমিটেড বনাম জয়েশ এইচ পান্ডিয়া এবং আনার (২০০৩) ৫ এসসিসি ৫৩১-এ সুপ্রিম কোর্টের সিদ্ধান্তের প্রেক্ষাপটে প্রস্তাবিত হয়েছে-যে ক্ষেত্রে বিরোধের সমস্ত পক্ষ সালিসি চুক্তির পক্ষ নয়, প্রসঙ্গটি কেবল তখনই প্রত্যাখ্যান করতে হবে যেখানে এই জাতীয় পক্ষগুলি পদক্ষেপের প্রয়োজনীয় পক্ষ হয়-এবং যদি তারা কেবল যথাযথ পক্ষ হয়, বা অন্যথায় পদক্ষেপের জন্য আইনী অপরিচিত হয় এবং কেবল সালিসি চুক্তিকে ফাঁকি দেওয়ার জন্য যুক্ত করা হয়।সংশোধনীর অনুবিধি (ii) সালিশের জন্য কোনও মুলতুবি পদক্ষেপের আবেদন বিবেচনা করার সময় বিচার বিভাগীয় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক গৃহীত দুই-ধাপের প্রক্রিয়া বিবেচনা করে। সংশোধনীতে বলা হয়েছে যে বিচার বিভাগীয় কর্তৃপক্ষ পক্ষগুলিকে সালিশের জন্য কেবল তখনই প্রেরণ করবে না যদি এটি খুঁজে পায় যে সালিশ চুক্তি নেই বা এটি অকার্যকর এবং অকার্যকর, যদি বিচার বিভাগীয় কর্তৃপক্ষ এই মতামত পোষণ করে যে প্রাথমিকভাবে সালিশ চুক্তি বিদ্যমান, তবে এটি বিরোধটিকে সালিশের কাছে প্রেরণ করবে এবং সালিশ চুক্তির অস্তিত্বকে অবশেষে সালিশ ট্রাইব্যুনাল দ্বারা নির্ধারিত করার জন্য ছেড়ে দেবে। যাইহোক, যদি বিচার বিভাগীয় কর্তৃপক্ষ এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয় যে চুক্তিটি বিদ্যমান নেই, তবে উপসংহারটি চূড়ান্ত হবে এবং প্রাথমিকভাবে নয়। সংশোধনীতে আরও বলা হয়েছে যে সালিসি চুক্তিটি বাতিল এবং অকার্যকর কিনা সে বিষয়ে একটি চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।

(২) উপ-ধারা (১)-এ উল্লিখিত আবেদনটি গ্রহণ করা হবে না যদি না তার সাথে মূল সালিসি চুক্তি বা তার যথাযথ প্রত্যয়িত অনুলিপি বা অন্য পক্ষকে মূল সালিসি চুক্তি পেশ করার আহ্বান জানিয়ে একটি হলফনামা সহ একটি অনুলিপি থাকে বা এমন পরিস্থিতিতে যথাযথভাবে প্রত্যয়িত হয় যেখানে মূল সালিসি চুক্তি বা যথাযথভাবে প্রত্যয়িত অনুলিপি কেবল অন্য পক্ষই ধরে রাখে।

এলসি মন্তব্যঃ সরকারী সংস্থা এবং ছোট বাজারের খেলোয়াড়দের জড়িত অনেক লেনদেনে, সালিশি চুক্তির আসল/যথাযথ প্রত্যয়িত অনুলিপি শুধুমাত্র পূর্বের দ্বারা রক্ষিত থাকে এই সংশোধনীটি নিশ্চিত করবে যে পরবর্তী শ্রেণীটি একই কারণে কোনোভাবে পূর্বপক্ষ নয়" (প্রসঙ্গঃ ২৪৬তম আইন কমিশনের প্রতিবেদন, ভারত সরকার)

২৭. আইনের ৮ নং ধারার সংশোধনীর ভাষা স্পষ্ট ডি যে, সুপ্রিম কোর্ট বা অন্য যে কোনও আদালতের যে কোনও অনুরোধ, রায়, ডিক্রি বা আদেশ সত্ত্বেও আইনের ধারা ৮(১)-এর সংশোধনী প্রযোজ্য হবে। হাইকোর্ট এই শব্দের উপর জোর দিয়েছিল "... যদি না এটি প্রাথমিকভাবে কোনও বৈধ চুক্তির অস্তিত্ব খুঁজে পায়"। হাইকোর্ট পর্যবেক্ষণ করেছে যে অ্যাস্টনফিল্ড এবং ঋষভের মধ্যে কোনও সালিশ চুক্তি নেই। সুকন্যা হোল্ডিংস এবং আইনের সংশোধিত ধারা ৮ এবং ধারা ৪৫ উল্লেখ করার পরে, হাইকোর্ট আইনের ধারা ৮ এবং ধারা ৪৫-এর ভাষার পার্থক্যের দিকে ইঙ্গিত করেছে। উচ্চ আদালত সুকন্যা হোল্ডিংস এবং ক্লোরো কন্ট্রোলস-এর মধ্যে পার্থক্য করে এবং পর্যবেক্ষণ করে যে সুকন্যা হোল্ডিংস ক্লোরো কন্ট্রোলস দ্বারা বাতিল করা হয়নি। বিতর্কিত রায়ের অনুচ্ছেদ (২৩)-এ, এটি নিম্নরূপ ছিলঃ-''২৩.... ধারা ৮-এর পরিবর্তনটি হল যে আদালত-যে ক্ষেত্রে সালিসি চুক্তির উপর নির্ভর করা হয়-মামলার বিরোধগুলি সালিশের জন্য পাঠাতে হবে, "সুপ্রিম কোর্ট বা কোনও আদালতের কোনও রায়, ডিক্রি বা আদেশ সত্ত্বেও, পক্ষগুলিকে সালিশের জন্য পাঠাতে হবে যদি না এটি খুঁজে পায় যে প্রাথমিকভাবে কোনও বৈধ সালিসি জি চুক্তি বিদ্যমান নেই।" আদালতের মতামত হল যে সুকন্যা কোনওভাবেই বাতিল নয়, কারণ মামলার বিষয় হওয়া বিরোধের ক্ষেত্রে পক্ষগুলির মধ্যে সালিসি চুক্তি বিদ্যমান কিনা তা অনুশীলন করতে হবে। যদি এমন কোনো কারণ থাকে যা সালিশির অধীন হতে পারে না, বা মামলায় সালিশি চুক্তিতে স্বাক্ষরকারী নয় এমন পক্ষগুলির দ্বারা পরিচালিত ভূমিকার বিচার জড়িত থাকে, তবে এটি চালিয়ে যেতে হবে কারণ "প্রাথমিক দৃষ্টিতে কোন বৈধ সালিশি চুক্তি বিদ্যমান নেই" এই ধরনের অ-পক্ষ এবং অন্যদের মধ্যে, যারা পক্ষ।"

২৮. পুনঃ বিতর্কঃ জালিয়াতির অভিযোগ একটি সালিশকে অক্ষম করেঃ-আরেকটি ভিত্তি যার ভিত্তিতে হাইকোর্ট পক্ষগুলিকে সালিশের জন্য পাঠাতে অস্বীকার করেছে তা হল অ্যাস্টনফিল্ড এবং আপিল নং ১-এর বিরুদ্ধে তাদের অভিযোগে উত্তরদাতাদের/বাদীদের দ্বারা করা জালিয়াতির অভিযোগ। হাইকোর্ট বলেছে যে উত্তরদাতারা আপিলকারীদের বিরুদ্ধে জালিয়াতির অভিযোগ এনেছে যা জালিয়াতির গুরুতর বিচারযোগ্য বিষয় উত্থাপন করে এবং' ভাড়া, বিষয়টি সালিশের কাছে পাঠানো যাবে না।

২৯. উত্তরদাতাদের মতে, এটি এমন কোনও মামলা নয় যেখানে "জালিয়াতির অভিযোগ কেবল একটি সালিশ নিষ্ক্রিয় করার জন্য করা হয়"। শ্রী সিবাল, উত্তরদাতাদের পক্ষে বিদ্বান প্রবীণ আইনজীবী যুক্তি দিয়েছিলেন যে অভিযোগটি এই বক্তব্যের উপর ভিত্তি করে যে শুরু থেকেই, আপিলকারী/বিবাদীদের উদ্দেশ্য ছিল উত্তরদাতাদের প্রতারণা করা এবং আবেদনকারীদের দ্বারা করা ভুল উপস্থাপনার ভিত্তিতে উত্তরদাতাদের বড় অঙ্কের অর্থ দিয়ে ভাগ করে নেওয়া হয়েছিল। এটি জমা দেওয়া হয়েছিল যে বাদী পক্ষের বিকল্প আবেদনটি জালিয়াতির মামলাটিকে বিকল্প প্রার্থনার কারণে নিয়ন্ত্রণমূলক মামলায় রূপান্তরিত করবে না-'ইজারা ভাড়া' কেবল একটি বিকল্প প্রতিকার হিসাবে উপস্থাপিত হয়েছে। অরুন্ধতী মিশ্র (শ্রীমতী) ২ শ্রী রাম চরিত্র পান্ডে (১৯৯৪) ২ এস. সি. সি ২৯-এর উপর নির্ভর করে, এটি জমা দেওয়া হয়েছিল যে এটি নিষ্পত্তি হওয়া আইন যে পক্ষগুলি পারস্পরিক অসঙ্গতিপূর্ণ আবেদন উত্থাপন করতে পারে এবং এইভাবে উত্থাপিত বিকল্প আবেদনের ভিত্তিতে স্বস্তি দেওয়া যেতে পারে।

৩০. উপরোক্ত যুক্তিগুলি প্রত্যাখ্যান করে, আবেদনকারীদের পক্ষে বিজ্ঞ প্রবীণ আইনজীবী শ্রী শান্তি ভূষণ, আয়াসামি মামলার উপর নির্ভর করে যুক্তি দিয়েছিলেন যে মামলাটি সালিশের জন্য প্রসঙ্গ প্রত্যাখ্যান করার জন্য বাদীটিতে কোনও গুরুতর অভিযোগ নেই। এটি জমা দেওয়া হয়েছিল যে কেবল জালিয়াতির অভিযোগগুলি চুক্তির ক্ষেত্রে পক্ষগুলির বাধ্যবাধকতার কার্যকারিতা থেকে বিরত হওয়ার জন্য যথেষ্ট ছিল না এবং 'বিষয়টি সালিশের জন্য প্রেরণ করা হয়েছিল।

৩১. আইনের অধীনে, সালিসি চুক্তি মানে এমন একটি চুক্তি যা আইনে প্রয়োগযোগ্য এবং সালিসকারীর এখতিয়ার সালিসি চুক্তিতে অন্তর্ভুক্ত সালিসি ধারার ভিত্তিতে হয়। যাইহোক, এমন একটি ক্ষেত্রে যেখানে দলগুলি অভিযোগ করেছে যে প্রতারণার কারণে সালিশি চুক্তিটি ভঙ্গ করা হয়েছে, আদালত পক্ষগুলিকে সালিশিতে পাঠাতে অস্বীকার করতে পারে।

আয়াসামি মামলায়, এই আদালত বলেছিল যে জালিয়াতির অভিযোগ শুধুমাত্র পক্ষগুলির মধ্যে সালিশ চুক্তির প্রভাবকে বাতিল করার ভিত্তি নয় এবং সালিশের ধারাটি এড়ানোর দরকার নেই এবং পক্ষগুলিকে সালিশের দিকে ঠেলে দেওয়া যেতে পারে যেখানে দলগুলির অভ্যন্তরীণ বিষয়গুলিতে কেবল জালিয়াতির সাধারণ অভিযোগ আনা হয়। বিচারপতি এ.কে. সিক্রি পর্যবেক্ষণ করেছেন যে এটি কেবল সেই মামলাগুলিতেই যেখানে আদালত মনে করে যে জালিয়াতির গুরুতর অভিযোগ রয়েছে যা ফৌজদারি অপরাধের একটি ভার্চুয়াল মামলা তৈরি করে এবং যেখানে জালিয়াতির জটিল অভিযোগ রয়েছে তখন এটি প্রয়োজনীয় হয়ে ওঠে যে এই ধরনের জটিল বিষয়গুলি কেবল দেওয়ানি আদালত দ্বারা সিদ্ধান্ত নেওয়া যেতে পারে যা প্রমাণের প্রশংসার ভিত্তিতে উপস্থাপন করা প্রয়োজন। আয়াসামি মামলার অনুচ্ছেদ (২৫)-এ বিচারপতি সিক্রি নিম্নরূপ রায় দিয়েছেনঃ-

''২৫... অতএব, আদালতের তদন্ত, আইনের ৮ ধারার অধীনে একটি আবেদন নিয়ে কাজ করার সময়, পূর্বোক্ত দিকের উপর হওয়া উচিত, অর্থাৎ বিরোধের প্রকৃতি এমন কিনা যে এটি সালিশের জন্য উল্লেখ করা যায় না, এমনকি পক্ষগুলির মধ্যে সালিশ চুক্তি থাকলেও। যখন জালিয়াতির মামলাটি কোনও একটি পক্ষ দ্বারা স্থাপন করা হয় এবং সেই ভিত্তিতে যে পক্ষ সেই সালিশ চুক্তি থেকে বেরিয়ে আসতে চায়, তখন জালিয়াতির অভিযোগের বিষয়ে একটি কঠোর ও সূক্ষ্ম তদন্তের প্রয়োজন হয় এবং কেবল তখনই যখন আদালত সন্তুষ্ট হয় যে অভিযোগগুলি গুরুতর এবং জটিল প্রকৃতির যে আদালত পক্ষগুলিকে সালিশের দিকে ঠেলে দেওয়ার পরিবর্তে বিষয়টির সাথে মোকাবিলা করা আরও উপযুক্ত হবে, তবেই ধারা ৮ এর অধীনে এই জাতীয় আবেদন প্রত্যাখ্যান করা উচিত।

৩২. বিচারপতি সিক্রির সঙ্গে একমত হয়ে বিচারপতি ডি. ওয়াই. চন্দ্রচূড় উল্লেখ করেন যে, আদালতের কর্তব্য হল বাণিজ্যিক লেনদেনে "ব্যবসায়িক কার্যকারিতার বোধ" প্রদান করা, যা নির্দেশ করে যে জালিয়াতির অভিযোগগুলি পক্ষগুলিকে সালিশের দিকে পাঠাতে অস্বীকার করার জন্য যথেষ্ট নয়। আয়পাস্বামী মামলার অনুচ্ছেদ (৪৮)-এ বিচারপতি ডি. ওয়াই. চন্দ্রচূড় নিম্নরূপ রায় দিয়েছেনঃ-

''৪৮. বিচার বিভাগীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণে যে মৌলিক নীতিটি অবশ্যই পরিচালিত করতে হবে তা হল সালিশ মূলত একটি বেসরকারী ট্রাইব্যুনালের মাধ্যমে তাদের বিরোধ নিষ্পত্তি করার জন্য চুক্তিবদ্ধ পক্ষগুলির দ্বারা একটি বাধ্যবাধকতার একটি স্বেচ্ছাসেবী অনুমান। পক্ষগুলির অভিপ্রায় তাদের চুক্তির শর্তাবলীতে প্রকাশ করা হয়। যেখানে বাণিজ্যিক সংস্থা এবং ব্যবসায়িক ব্যক্তিরা এই ধরনের লেনদেনে প্রবেশ করে, তারা সালিশ প্রক্রিয়ার কার্যকারিতা সম্পর্কে জ্ঞান নিয়ে তা করে। বাণিজ্যিক বোঝাপড়া পক্ষগুলির মধ্যে চুক্তির শর্তাবলীতে প্রতিফলিত হয়। আদালতের দায়িত্ব হল সেই বাণিজ্যিক বোঝাপড়াকে ব্যবসায়িক কার্যকারিতার ধারনা দেওয়া।" (আন্ডারলাইন যোগ করা হয়েছে)

৩৩. আমরা যখন বর্তমান মামলার তথ্যগুলিতে উপরোক্ত নীতিগুলি প্রয়োগ করি, যেমনটি আগে আলোচনা করা হয়েছে, তখন উভয় পক্ষই সচেতনভাবে উত্তর প্রদেশের ঝাঁসি জেলার রক্সা জেলার ডংরি-তে ফটোভোলটাইক সৌর প্ল্যান্ট চালু করার জন্য বাণিজ্যিক লেনদেন শুরু করেছে। প্রথম উত্তরদাতা সরঞ্জাম সংগ্রহের জন্য অগ্রসর হয়েছে, ইঞ্জিনিয়ারিং, স্থাপন এবং কমিশনিংয়ের জন্য জুভি ইন্ডিয়ার সাথে চুক্তি করেছে এবং অ্যাস্টনফিল্ডের সাথে বিক্রয় ও ক্রয় চুক্তি করেছে, সমস্ত সচেতন পদক্ষেপগুলি ছিল উত্তর প্রদেশের ঝাঁসি জেলার ডংরি, রক্সা-তে সৌর প্ল্যান্ট চালু করার জন্য বাণিজ্যিক সমঝোতায় নেওয়া হয়েছিল। যদিও জুভি ইন্ডিয়া এবং অ্যাস্টনফিল্ড মূল চুক্তির অন্যান্য পক্ষ-সরঞ্জাম ইজারা চুক্তি (১৪.০৩.২০১২), সমস্ত চুক্তি/চুক্তিতে মূল চুক্তির উল্লেখ করা ধারা রয়েছে। আদালতে "ব্যবসায়িক কার্যকারিতার বোধ" সহ বাণিজ্যিক বোঝাপড়া প্রদান করা আদালতের কর্তব্য এবং অভিযোগপত্রে করা নিছক বক্তব্য দ্বারা নয়। মামলায় জালিয়াতির অভিযোগের প্রেক্ষিতে হাইকোর্টের পক্ষকে রেফার করতে অস্বীকার করা ঠিক হয়নি।

৩৪. যেখানে জালিয়াতির গুরুতর প্রশ্ন জড়িত, সেখানেই সালিশ প্রত্যাখ্যান করা যেতে পারে। এই মামলায়, আবেদনকারীদের যুক্তি অনুসারে জালিয়াতির কোনও গুরুতর অভিযোগ ছিল না; অ্যাস্টনফিল্ডের বিরুদ্ধে যে অভিযোগ আনা হয়েছে তা হল আবেদনকারী নং ১-অমিত লালচাঁদ শাহ উত্তরদাতাদের সরঞ্জাম কেনার জন্য বেশি মূল্য দিতে প্ররোচিত করার ভুল উপস্থাপনা করেছেন। অবশ্যই, ০৫.০৩.২০১৫ তারিখের ২০১৫ সালের এফআইআর নং ৩০-এ আপিলকারীদের বিরুদ্ধে দিল্লির অর্থনৈতিক অপরাধ শাখার সামনে একটি ফৌজদারি মামলা দায়ের করা হয়েছে। আবেদনকারী নং ১-অমিত লালচাঁদ শাহ উল্লিখিত এফআইআর বাতিল করার জন্য দিল্লি হাইকোর্টে ২০১৬ সালের ফৌজদারি রিট আবেদন নং ৬১৯ দায়ের করেছেন।উক্ত রিট আবেদনটি বিচারাধীন বলে উল্লেখ করা হয়েছে এবং তাই, আমরা এই বিষয়ে কোনও মতামত প্রকাশ করার প্রস্তাব দিচ্ছি না, যাতে এটি পক্ষগুলিকে পক্ষপাতদুষ্ট করে তোলে। এটি বলার জন্য যথেষ্ট যে অভিযোগগুলি পক্ষগুলিকে সালিশের কাছে পাঠাতে অস্বীকার করার জন্য এত গুরুতর বলা যায় না। যে কোনও ক্ষেত্রে, নিযুক্ত সালিসকারী জালিয়াতি সম্পর্কিত অভিযোগগুলি খুব ভালভাবে পরীক্ষা করতে পারেন।

৩৫. প্রধান চুক্তি - ডোংরি, রাকসা, জেলা ঝাঁসি, উত্তরপ্রদেশে সোলার প্ল্যান্ট ইজারা এবং চালু করার জন্য সরঞ্জাম ইজারা চুক্তি (১৪.০৩.২০১২) এ সালিসি ধারা (ধারা ২৯) রয়েছে। যেমনটি আগে আলোচনা করা হয়েছে, অন্য তিনটি চুক্তি - ঋষভ এবং জুই ইন্ডিয়ার মধ্যে দুটি চুক্তি (০১.০২.২০১২) এবং ঋষভ এবং অ্যাস্টনফিল্ডের মধ্যে বিক্রয় এবং ক্রয় চুক্তি (০৫.০৩.২০১২) ডোংরি, রাকসা, ঝাঁসির জেলা এবং উত্তরপ্রদেশের মধ্যে সৌর প্রকল্প চালু করার বাণিজ্যিক বোঝাপড়ার সাথে অবিচ্ছেদ্যভাবে যুক্ত সালিশে।

হাইকোর্টের পক্ষগুলিকে সালিশের জন্য পাঠাতে অস্বীকার করার আদেশটি স্থায়ী হতে পারে না এবং এটি বাতিল করা যেতে পারে। চারটি চুক্তি যথাঃ (i) ঋষভ এবং জুভি ইন্ডিয়ার মধ্যে সরঞ্জাম এবং উপাদান সরবরাহ চুক্তি (০১.০২.২০১২); (ii) ঋষভ এবং জুভি ইন্ডিয়ার মধ্যে প্রকৌশল, স্থাপন এবং কমিশনিং চুক্তি (০১.০২.২০১২); (iii) ঋষভ এবং অ্যাস্টনফিল্ডের মধ্যে বিক্রয় ও ক্রয় চুক্তি (০৫.০৩.২০১২); এবং (iv) ঋষভ এবং দান্তে এনার্জির মধ্যে সরঞ্জাম ইজারা চুক্তি (১৪.০৩.২০১২) এবং এর মধ্যে থাকা পক্ষগুলিকে সালিশে পাঠানো হয়।

৩৬. ইকুইপমেন্ট লিজ এগ্রিমেন্ট (১৪.০৩.২০১২) এর শর্তাবলী অনুযায়ী, আপীলকারী নং ৩ - দান্তে এনার্জিকে মার্চ, ২০১২ মাসের জন্য ১৩,৬৭,৫০০/- টাকা ইজারা ভাড়া দিতে হবে এবং এপ্রিল, ২০১২ থেকে ইজারা ভাড়া পরিশোধ করতে হবে প্রতি মাসে ২৮,২৬,০০০ টাকা। বছর উত্তরদাতাদের জন্য প্রবীণ কৌঁসুলি, মিঃ সিবাল দাখিল করেছেন যে আপীলকারী নং ৩ - দান্তে এনার্জি ইকুইপমেন্ট লিজ চুক্তির শর্তাবলী অনুযায়ী ভাড়া পরিশোধ করেনি। মিঃ সিবাল আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন যে অ্যাস্টনফিল্ড সোলার রাজস্থান প্রাইভেট লিমিটেড তার ৯৯.৯৯% শেয়ার এআরআরএল (মরিশাস) লিমিটেড (হোল্ডিং কোম্পানি) কে হস্তান্তর করেছে এবং অমিত লালচাঁদ শাহের মাত্র একটি শেয়ার (০.০১%) রয়েছে। অ্যাস্টনফিল্ড সোলার গুজরাট প্রাইভেট লিমিটেডের দিকেও আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছিল, যেটি তার ৯৯.৯৯% শেয়ার এআরআরএল (মরিশাস) লিমিটেড (হোল্ডিং কোম্পানি) কে হস্তান্তর করেছে এবং অমিত লালচাঁদ শাহের মাত্র একটি শেয়ার (০.০১%) রয়েছে৷ এটিও জমা দেওয়া হয়েছিল যে আপিলকারী নং ১ -অমিত লালচাঁদ শাহকে পরবর্তীতে ১৭.১২.২০১৬ তারিখের ইজিএম দ্বারা শেয়ারহোল্ডারদের দ্বারা অ্যাস্টনফিল্ড সোলার গুজরাট প্রাইভেট লিমিটেডের পরিচালনা পর্ষদ থেকে অপসারণ করা হয়েছিল৷ আমরা এই বিতর্কের যোগ্যতার মধ্যে যাওয়ার প্রস্তাব করি না; যাইহোক, অ্যাস্টনফিল্ড রাজস্থান এবং গুজরাট সোলার পাওয়ার ইউনিটগুলিকে তার শেয়ারহোল্ডিংগুলি হস্তান্তর করেছে তা বিবেচনায় রেখে, আমাদের দৃষ্টিতে, আপীলকারীদের ইজারা ভাড়ার বকেয়া পরিশোধ করতে এবং প্রতি মাসে ২৮,২৬,০০০ টাকা হারে সরঞ্জামগুলির জন্য ভবিষ্যতের লিজ ভাড়া পরিশোধ করার নির্দেশ দিয়ে সালিস দ্বারা বিষয়টি সমাধান না হওয়া পর্যন্ত উত্তরদাতাদের স্বার্থ রক্ষা করা হবে৷

৩৭. হাইকোর্টের বিতর্কিত আদেশ খারিজ করে দেওয়া হয় এবং এই আপিল অনুমোদিত হয়। উপরোক্ত চারটি চুক্তি এবং তার উপর পক্ষগুলি সালিশের জন্য পাঠানো হয়। ১৩.০২.২০১৬ তারিখের বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে, আপীলকারীরা তাদের সালিস হিসাবে ভারতের সুপ্রিম কোর্টের প্রাক্তন বিচারক বিচারপতি সুজাতা মনোহরকে মনোনীত করেছেন।

আমরা সালিসকারীর পছন্দ হিসাবে দলগুলোর জন্য এটি উন্মুক্ত রেখেছি। যদি পক্ষগুলি সালিসকারী হিসাবে ঐকমত্যে পৌঁছানোর অবস্থানে না থাকে তবে পক্ষগুলি সালিসকারী নিয়োগের জন্য উপযুক্ত হাইকোর্টের কাছে যাবে। আপীলকারীরা যৌথভাবে এবং গুরুতরভাবে লিজ ভাড়ার বকেয়া পরিশোধ করতে এবং সালিশি কার্যক্রম নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত প্রতি মাসে ২৮,২৬,০০০/- রুপি হারে উত্তর প্রদেশের রাকসা, ডোংরি, রাকসা, জেলা ঝাঁসিতে পিভি সোলার পাওয়ার প্ল্যান্টের সরঞ্জামগুলির জন্য ভবিষ্যতের ইজারা ভাড়া পরিশোধ করতে বাধ্য। ইজারা ভাড়ার এই ধরনের অর্থপ্রদান উভয় পক্ষের বিরোধের প্রতি কোনো বাধা ছাড়াই হবে এবং সালিসি কার্যক্রমের চূড়ান্ত ফলাফলের সাপেক্ষে হবে। যেহেতু দলগুলিকে সালিশে উল্লেখ করা হয়েছে, তাই দিল্লি হাইকোর্টের ফাইলে উত্তরদাতাদের দ্বারা দায়ের করা ২০১৭ সালের বাণিজ্যিক মামলা নং ৮৫ নিষ্পত্তি করা হবে। কোন খরচ নেই।

অঙ্কিত জ্ঞান আপিল অনুমোদিত।

DISCLAIMER

The translated Judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the Judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.

দাবিত্যাগ

স্থানীয় ভাষায় অনূদিত রায়টি সীমিত ব্যভারের জন্য ও মামলাকারীর সেটি মাতৃ ভাসায় বোঝার জন্য এবং তা অন্যকোনো উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে না । সমস্ত ব্যবহারিক এবং সরকারী উদ্দেশ্যে , রায়ের ইংরেজি সংস্করণটি প্রামানিক হবে এবং কার্যকারী ও প্রয়োগের উদ্দেশ্যে সেটি প্রযোজ্য হবে ।

Arfa Banerjee